Contents

একাদশ বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

যুগ্ম সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

একাদশ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ,—১৩৭০ বাং

মে-জুন—১৯৬৩ ইং

যুল্-হিজ্জা—১৩৮২ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা (তফসীর)		শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ; ফারিগ-দেওবন্দ	১৭
২। মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(হাদীস)	আবু য়ূসুফ দেওবন্দী	
৩। মীলাদ-ই-মোহাম্মদী		মূলঃ—মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী অনুবাদঃ—মোহাঃ হাবীবুল্লা খান রহমানী	১১৩
৪। আল্লামা শওকানী (রহঃ)	(জীবনী)	মূলঃ—মওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী অনুবাদঃ এ, কে, মুহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী	১১৯
৫। ইসলাম প্রচার	(প্রবন্ধ)	—সৈয়েদ রশীদুল হাসান, এম-এ, বি-এল	১২৫
৬। মানবতার বৃহত্তম শত্রু মাদক দ্রব্য		আবদুর্‌রহমান বি-এ, বি-টি	১২৯
৭। সাময়িক প্রসংগ		সম্পাদক	১৩৪
৮। প্রাপ্তি-স্বীকার		আবদুল হক হক্কানী	১৩৭

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৬ষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০ ষান্মাষিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

এ বর্ষ	মে-জুন, ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ, যুল্-হিজ্জা ১৩৮২ হিঃ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ বংগাব্দ	তৃতীয় সংখ্যা

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি এল বি, টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

١٧١ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

১৭১ আর যাহারা কাফির হইয়াছে তাহাদের অবস্থা ঐ ছাগ-মেষের মত যে ছাগ-মেষ রাখালের আহ্বানের কেবলমাত্র ডাক-হাঁকই শুনে। [ঐ আহ্বানের কোন অর্থ বুঝে না।] উহারা [ধর্মীয় ব্যাপারে] বধির, বোবা, অন্ধ— তাই তাহারা বুঝিতে পারে না।[১৮৫]

---

১৮৫ উপমাটি বর্ণনা করিবার জন্য যে বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন শব্দ উহ্য না ধরিলে ভাব ঠিক হয় না। এখানে উহ্য শব্দ দুই ভাবে পূর্ণ করা যাইতে পারে। (এক) مثل

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٧٢ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ‎

১৭২ হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরে যে রিয্‌ক দিয়াছি তাহা হইতে হালাল তৃপ্তিকর খাদ্য খাইতে থাক এবং তোমরা যদি বাস্তবিকই একমাত্র আল্লার 'ইবাদত করিয়া আসিতেছ তবে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

١٧٣ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ‎

১৭৩। মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকর-মাংসকে এবং যাহা কিছু আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও জন্য নির্ধারিত বলিয়া ঘোষণা কর হয় তাহাকেই তো আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন।[১৮৬]

শব্দের পরে 'আহ্বানকারী' শব্দটি উহ্য ধরিয়া। তখন অর্থ দাঁড়াইবে এই—"যে ব্যক্তি কাফিরদেরে সৎপথের দিকে আহ্বান জানায় তাহার অবস্থা ঐ রাখালের মত যে রাখাল ছাগ-মেষকে অর্থপূর্ণ বাক্য দ্বারা ডাকে, কিন্তু ছাগমেষ উহার কোনই অর্থ বুঝে না………।"

(দুই) ينعق-র পরে সর্বনাম উহ্য ধরিয়া—অর্থাৎ (المنعوق = الذى ينعق به) ধরিয়া। তখন অর্থ দাঁড়াইবে এই—"কাফিরদের অবস্থা ঐ ছাগমেষের মত যে ছাগমেষকে তাহাদের রাখাল যে বাক্য দ্বারা ডাক দেয় তাহা অর্থবোধক হইলেও ঐ ছাগ মেষ উহার কিছুই বুঝে না………।"

উপমাটির তাৎপর্য এই: কাফিরদেরে রসুলুল্লাহ সঃ যে সকল যুক্তি প্রমাণযোগে ঈমানের দিকে আহ্বান জানান সেই সকল যুক্তি প্রমাণের কিছুই তাহারা হৃদয়ঙ্গম করে না।

১৮৬ যে সকল বস্তু ভক্ষণ করা হারাম তাহার উল্লেখ এই আয়াত ছাড়া আরও কয়েকটি আয়াতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে,

সূরা আল-আন্'আমের ১৪৬ আয়াতে এই আয়াতের অনুরূপ হুকম পাওয়া যায়। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, হযরত মুহম্মদ সঃ-র প্রতি যে অহ্ঈ পাঠান হয় তাহাতে চারি প্রকার বস্তু ছাড়া আর কিছুই হারাম ঘোষণা করা হয় নাই। বস্তুগুলি এই: মৃত প্রাণী, বেগে নির্গত রক্ত, শূকর মাংস ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে বিঘোষিত প্রাণী বা বস্তু। আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, ঐ চারি প্রকার জীব ও বস্তু ছাড়া আর সবই হালাল।

উভয় আয়াত হইতে জানা গেল যে মাত্র চারিপ্রকার প্রাণী ও বস্তু ভক্ষণ করা হারাম।

তারপর কোন্ কোন্ খাদ্য হালাল তাহা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এই ভাবে বলা হইয়াছে,

(ক) "طيبت খাদ্যগুলি হালাল করা হইয়াছে।" [আল-মায়িদা, ৪]

(খ) "হে মুমিনগণ, আমি তোমদিগকে যে রিযক দান করিয়াছি তাহার মধ্যে طيبت খাদ্যগুলির অংশবিশেষ ভক্ষণ কর।"—(আল্-বাকরাহ ১৭২)

طيب শব্দের অর্থ রুচিকর, উপাদেয়। خبيث শব্দটি طيب এর বিপরীত। خبيث এর অর্থ জঘন্য, ঘৃণ্য।

উল্লিখিত তামাম আয়াত একত্র করিলে তাৎপর্য দাঁড়ায় এই: মাত্র চারি প্রকার জীব বা বস্তু আহার করা হারাম। ঐগুলি ছাড়া আর কোনও জীব বা বস্তু খাওয়া হারাম নয়।

তারপর ঐ চারিটি জীব ও বস্তু বাদে, বাকী জীব ও বস্তুগুলির মধ্যে যাহা طيب রুচিকর ও উপাদেয় তাহা ভক্ষণ করা হালাল এবং যাহা خبيث তাহা

www.ahlehadeethbd.org

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم .

অনন্তর, কেহ যদি [ক্ষুধার তাড়নায় অথবা কাহারও যোর-যবরদস্তির ফলে] উহা খাইতে বাধ্য হয় তবে সে যদি আগ্রহান্বিত না হইয়া এবং ন্যূনতম প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করিয়া উহা গ্রহণ করে তবে তাহাতে তাহার কোন পাপ হইবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, অত্যন্ত দয়ালু।

হালালও নয়, হারামও নয়। যাহা হউক خبيث ঘৃণ্য জীবগুলির হারাম হওয়া সম্বন্ধে হাদীস পাওয়া যায়।

(ক) সহীহ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে আবূ সা'লবা রাঃ-র যবানী বর্ণিত আছে, হিংস্র জন্তুগুলির মধ্য হইতে শ্বাদন্তযুক্ত জন্তুকে ভক্ষণ করিতে রসূলুল্লাহ সঃ নিষেধ করিয়াছেন।

(খ) সহীহ মুসলিম হাদীসগ্রন্থে আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "হিংস্রজন্তু মধ্যে শ্বাদন্তযুক্ত প্রত্যেকটি জন্তুকেই ভক্ষণ করা হারাম।"

(গ) সহীহ মুসলিম হাদীসগ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হিংস্র জন্তু মধ্যে প্রত্যেক শ্বাদন্তযুক্ত জন্তু এবং পক্ষী মধ্যে প্রত্যেক নখরযুক্ত (শিকারী) পক্ষী ভক্ষণ করিতে রসূলুল্লাহ সঃ নিষেধ করিয়াছেন।

ইমামদের মত ঃ—হারাম সম্পর্কিত আয়াতটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ইমাম মালিক বলেন যে, যে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে কেবলমাত্র চারিটির মধ্যে নিষিদ্ধতা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন সে ক্ষেত্রে আবূ হুরাইরার বর্ণিত হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধতার গণ্ডী কোনক্রমেই সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে না। কাজেই তাঁহার মত এই ঃ আয়াতে বর্ণিত চারিটি জীব ও বস্তু হারাম; তাহা ছাড়া আর কিছুই হারাম নয়। বাকী জীব ও বস্তুগুলির মধ্যে যাহা خبيث জঘন্য ও ঘৃণ্য তাহা ভক্ষণ করা হারাম নয়—মকরূহ; আর যাহা طيب উপাদেয় ও রুচিকর তাহা খাওয়া হালাল।

অপর ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ বলেন ঃ যে আয়াতে মাত্র চারি প্রকার জন্তু ও বস্তু হারাম হওয়ার উল্লেখ আছে সে আয়াতটি এ সম্পর্কে সর্বশেষ আয়াত নয়। ইহার প্রমাণ এই যে, সূরা আল মায়িদার তৃতীয় আয়াতে ঐ চারি প্রকারের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক প্রকার জীবকে حرام ঘোষণা করা হইয়াছে। আয়াতটিতে যে জীব ও বস্তুকে হারাম ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা এই,

(ক) মৃত জীব, (খ) রক্ত,—[সকল প্রকার রক্ত—শুধু বেগে নির্গত রক্ত নয়] (গ) শূকর মাংস, (ঘ) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে বিঘোষিত জীব বা বস্তু, (ঙ) শ্বাস রুদ্ধ করিয়া নিহত পশু, (চ) লাঠি-ডাণ্ডার আঘাত দ্বারা নিহত পশু, (ছ) উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে পতন দ্বারা নিহত পশু, (জ) দুই জন্তু পরস্পরে গুতাগুতির ফলে নিহত পশুটি, (ঝ) হিংস্র জন্তু যে পশুর কিয়দংশ খাইবার ফলে ঐ পশুর মৃত্যু হইয়াছে—কিন্তু ঐ পশুটি যদি জীবিত থাকে এবং উহাকে জীবিত অবস্থায় যবহ করা হয় তবে উহা হারাম নহে। (ঞ) যে পশুকে দেব-দেবীর বেদীতে যবহ করা হয়। (ট) যে উটের মাংস জুয়া খেলার তীরযোগে বিভিন্ন প্রতিমা-বেদীতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় সেই উটের মাংস।

কাজেই কেবলমাত্র ঐ চারিটি জীব ও বস্তুকে হারাম বলা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং উহা ছাড়া আরও জীব হারাম হইতে পারে এবং তাহা নবী সঃ-র উল্লিখিত বাণী হইতে যেমন জানা যায় তেমনি তাঁহার অপর বাণী ও কার্য হইতেও জানা যায়।

কুরআন ও হাদীসে যে সকল জীব ও বস্তু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٧٤ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৭৪। ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করিয়াছেন তাহা [বা তাহার অংশবিশেষ] যাহারা গোপন রাখিয়া তাহার ফলে পার্থিব তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তাহাদের অবস্থা এই যে,[১৮৭] তাহারা সত্যই উদরপূর্তি করিয়া আগুন খায়।[১৮৮] কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাহাদের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না[১৮৯] এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধও করিবেন না।[১৯০] আর [আখিরাতে] তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

হারাম করা হইয়াছে তাহা ছাড়া বাকী জীব ও বস্তুগুলির মধ্যে যাহা طيب উপাদেয় তাহা হালাল এবং যাহা خبيث ও জঘন্য তাহা হারাম হইবে।

হালাল পশু পাখী যবহ করা হইলে উহার মাংস ভক্ষণ করা হালাল; কিন্তু উহার স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু ঘটিলে উহার মাংস ভক্ষণ করা হারাম। হাদীস হইতে জানা যায় যে পঙ্গপাল ও মাছ জীবিত অবস্থায় যবহ করা বা কাটা না হইয়াই যদি মরিয়া যায় তবে উহা হারাম হইবে না। ইহাই মুহাদ্দিসুদের মত। আর ইমাম মালিকের মতে পঙ্গপাল মরিলে উহা হারাম হইবে; কারণ উহা ميتة র আওতায় পড়ে, কিন্তু মাছ মরিলে উহা সূরা আল্ মায়িদার ৯৬ আয়াত অনুযায়ী হারাম হইবে না।

১৮৭ ৭৯ নং আয়াত ও ৭৮ নং নোট দেখুন।

১৮৮। অর্থাৎ পরিণামে জাহান্নামের আগুণ দিয়া তাহাদের পেট পরিপূর্ণ করা হইবে।

১৮৯ কুরআন মজীদে এমন কয়েকটি আয়াত আছে যাহা আপাত দৃষ্টিতে ইহার বিপরীত বলিয়া মনে হয়। যথা, যাহাদেরই নিকটে পয়গম্বর প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগকে আমি নিশ্চয় নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিব।"—[আল-আ'রাফ, ৬] "আপনার রব্বের কসম, আমি তাহাদের সকলকেই নিশ্চয় নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিব যে, তাহারা [দুন্‌য়াতে] কী করিতেছিল"। —(আল্‌-হিজর্‌, ৯২ ৯৩]

তফসীরকারগণ ইহার সমাধান ও সমন্বয় তিন ভাবে করিয়াছেন ঃ

(ক) আল্লাহ তা আলা তাহাদেরে নিজে কিছুই জিজ্ঞাসা করিবেন না—ফিরিশ্‌তাদের দ্বারা জিজ্ঞাসা করাইবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সহিত মোটেই কোন কথা বলিবেন না।

(খ) আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরে তাহাদের 'আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন মাত্র—তাহাদেরে সালাম ও অভিনন্দন-বাণী বলিবেন না।

(গ) বাক্যালাপ না করার তাৎপর্য অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত থাকা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট অবস্থায় তাহাদেরে তাহাদের 'আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন।

১৯০ কিয়ামত দিবসে গুণাহগারদের গুণাহ নানাভাবে মাফ করিয়া তাহাদেরে পরিশুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। যথা, গুণাহ ও নেকীর সংখ্যায় কাটাকাটি করিয়া, দুন্‌য়াতে যাহার প্রতি যুলুম করা হইয়াছিল তাহার গুণাহ তাহার যুলমকারীর ঘাড়ে চাপাইয়া, ইত্যাদি। আল্লার কিতাবের কথা গোপন করার গুণাহ ঐ পরিশুদ্ধি ব্যবস্থা-তালিকায় স্থান পাইবে না। ফলে, আল্লার হুকুম গোপনকারীকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

١٧٥ اولئك الذين اشتروا الضللة
بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم
على النار ۔

১৭৫। তাহারাই তো হিদায়াত বিক্রয় করিয়া গুমরাহী এবং ক্ষমালাভ বিক্রয় করিয়া ‘আযাব খরিদ করিয়াছে। অগ্নি-শাস্তি ভোগে তাহারা কত সহিষ্ণু!

١٧٦ ذلك بان الله نزل الكتب
بالحق وان الذين اختلفوا في الكتب
لفي شقاق بعيد ۔

১৭৬। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ কিতাবটিকে নিশ্চিত ভাবে সত্যসম্বলিত অবস্থায় নাযিল করিয়াছেন—কাজেই যাহারা কিতাবটি লইয়া গণ্ডগোল বাধাইয়া দিয়াছে তাহারা সত্য হইতে দূরবর্তী বাক-বিতণ্ডার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।

١٧٧ ليس البر ان تولوا وجوهكم
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من
امن بالله واليوم الاخر والملئكة
والكتب والنبين واتى المال على حبه
ذوى القربى واليتمى والمسكين وابن
السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام

১৭৭। তোমাদের মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরাইবার মধ্যে বিশেষ কোন পুণ্য নাই। বরং সেই ব্যক্তিই পুণ্যের অধিকারী[১৯১] যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ফিরিশ্তাদের প্রতি, আল্লার কিতাব ও পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান রাখে; ধন-মালের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্বেও নিজ আত্মীয়দেরে, য়াতীমদেরে, অসহায়দেরে, ভিক্ষুকদেরে ও গোলামদের [মুক্তি] ব্যাপারে ধন মাল দান করে; নমায যথাযোগ্যভাবে

---

১৯১ এই বাক্যটিতে উদ্দেশ্য পদ (البر পুণ্য) বস্তুবাচক এবং বিধেয় পদ (من যে ব্যক্তি) ব্যক্তিবাচক হওয়ার কারণে উভয়ের মধ্যে সমতার অভাব ঘটিয়াছে। এই সমতা দুইভাবে সম্পাদিত হয়। (এক) বস্তুবাচক উদ্দেশ্য পদটিকে ব্যক্তিবাচকে পরিণত করিয়া—البر এর পূর্বে ذو শব্দ উহ্য ধরিয়া। ذوالبر এর অর্থ পুণ্যের অধিকারী। এই ভাবেই তরজমা করা হইয়াছে।

(দুই) ব্যক্তিবাচক বিধেয়কে বস্তুবাচকে পরিণত করিয়া—من এর পূর্বে عمل শব্দ উহ্য ধরিয়া। তখন তরজমা হইবে এইরূপ:

"বরং পুণ্য হইতেছে ঐ ব্যক্তির কাজ যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি…।"

www.ahlehadeethbd.org

الصلوٰة واتى الزكوٰة والموفون بعهدهم
اذا عهدوا والصبرين فى البأساء والضراء
وحين البأس اولئك الذين صدقوا
واولئك هم المتقون .

সম্পাদন করে ; যকাত প্রদান করে ; কোন চুক্তি করিলে উহা পালনকারী হইয়া থাকে এবং ব্যাধি-যন্ত্রণায়, আর্থিক অভাব-অনটনে ও যুদ্ধকালে সবরদার থাকে। তাহারাই [ঈমান-উক্তি করিবার সময়] সত্য কথা বলিয়াছিল।[১৯২] আর কেবল মাত্র তাহারাই ধার্মিক মুত্তাকী।

١٧٨ يايها الذين امنوا كتب
عليكم القصاص فى القتلى ، الحر بالحر
والعبد بالعبد والانثى بالانثى ، فمن

১৭৮। হে মুমিনগণ, অন্যায়ভাবে নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি অনুরূপ শাস্তি দান (জানের বদলে জান) নীতি নির্ধারিত হইল। স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যার কারণে স্বাধীন ব্যক্তির, গোলামকে হত্যার কারণে গোলামের ও স্ত্রীলোককে হত্যার কারণে স্ত্রীলোকের প্রাণ-দণ্ডের হুকম দেওয়া হইল।[১৯৩] অনন্তর, হত্যাকারীকে

১৯২ "তাহারাই সত্য বলিয়াছে,"—ইহার তাৎপর্য এই যে, তাহারা যে ঈমান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা তাহারা বাস্তবে রূপায়িত করিয়া সত্য করিয়া দেখাইয়াছে।

১৯৩ সূরা আন্-নিসা'-র ৯২ নং আয়াতটিতে "ভ্রম-ক্রমে" মুসলিম হত্যা সম্পর্কে শাস্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, হত্যা যদি "ভ্রমক্রমে" সাধিত হয় তবে তাহাতে প্রাণদণ্ড হইবে না—বরং ক্ষেত্রবিশেষে হত্যাকারীকে কাফ্ফারা পালন করিতে হইবে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে হত্যাকারীর উপর কাফ্ফারা পালনের সঙ্গে সঙ্গে নিহত ব্যক্তির ওারিসদেরে রক্তমূল্য প্রদান করা ওাজিব হইবে।

বর্তমান আয়াতটিতে "ইচ্ছাপূর্বক" হত্যা সম্পর্কে শাস্তির উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইসলাম পূর্ব যুগে হত্যার প্রতিশোধ ব্যাপারে নানাভাবে তারতম্য করা হইত। আরবদের কোন কোন গোত্র এমন ছিল যে, তাহাদের মাত্র একজন লোক নিহত হইলে তাহারা হত্যাকারীর গোত্রের একাধিক লোককে হত্যা করিয়া চলিত এবং যুগ যুগ ধরিয়া ঐ উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকিত। আবার কোন গোত্র এমন ছিল যে, হত্যাকারী অথবা নিহত ব্যক্তি যদি কোন সম্ভ্রান্ত বংশজাত হইত তবে তাহার প্রতিশোধ ব্যাপারে তাহারা এক রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করিত এবং সে যদি সাধারণ লোক হইত তবে তাহার সম্পর্কে অন্য রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করিত।

ইহুদ জাতি হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে প্রাণ-দণ্ডকে অবধারিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং খৃষ্টান জাতি ক্ষমাকে নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিল।

বর্তমান আয়াতে 'ইচ্ছাপূর্বক হত্যার শাস্তি' সম্পর্কে নিহত ব্যক্তির ওারিসদেরে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা প্রাণদণ্ড অথবা রক্তমূল্য এই দুইটির যে কোনটি দাবী করিতে পারে।

আয়াত অংশের বিধানটি মুসলিমদের প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া ইহার তাৎপর্য এইরূপ দাঁড়ায় :—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ

যদি তা'হার ভাইয়ের[১৯] পক্ষ হইতে কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষমা করা হয় তবে তাহারা পরস্পরে ভদ্রতাসূচক আচরণ করিবে এবং হত্যাকারী তাহার ঐ ভাইয়ের দিকে উত্তম ভাবে রক্তমূল্য

(ক) যাবতীয় মুসলিম স্বাধীন পুরুষগণ একে অপরের সমতুল্য (খ) যাবতীয় মুসলিম গোলামগণ একে অপরের সমতুল্য (গ) যাবতীয় স্বাধীনা রমণীগণ একে অপরের সমতুল্য এবং (ঘ) যাবতীয় মুসলিমা বাঁদীগণ একে অপরের সমতুল্য।

কাজেই, (ক) যে কোন মুসলিম স্বাধীন পুরুষকে যে কোন মুসলিম স্বাধীন পুরুষ হত্যা করিবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, অথবা সে রক্তমূল্য প্রদান করিবে।

সেইরূপ (খ) যে কোন মুসলিম গোলামকে যে কোন মুসলিম গোলাম হত্যা করিবে,

(গ) যে কোন মুসলিমা স্বাধীনা রমণী যে কোন মুসলিমা স্বাধীনা রমণীকে হত্যা করিবে, এবং

(ঘ) যে কোন মুসলিমা বাঁদীকে যে কোন মুসলিমা বাঁদী হত্যা করিবে তাহাদেরও প্রাণদণ্ড হইবে, অথবা তাহারা রক্তমূল্য প্রদান করিবে।

অনন্তর, যে সকল হত্যা আয়াত অংশটির আওতায় পড়ে না তাহার বিবরণ ও সমাধান এই :—

(ক) কোন মুসলিম স্বাধীন পুরুষকে যদি কোন অমুসলিম স্বাধীন পুরুষ অথবা মুসলিম—অমুসলিম স্বাধীনা নারী, বা গোলাম বা বাঁদী হত্যা করে তবে তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইবে, অথবা তাহারা সকলেই রক্তমূল্য প্রদান করিবে। কারণ তাহাদের সকলেই নিহত ব্যক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।

(খ) কোন মুসলিম গোলামকে যদি কোন অমুসলিম স্বাধীন পুরুষ লোক অথবা অমুসলিম গোলাম বা বাঁদী হত্যা করে তবে তাহারা সকলেই নিহত ব্যক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর বলিয়া তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইবে, অথবা তাহাদের সকলেই রক্তমূল্য প্রদান করিবে।

কিন্তু মুসলিম গোলামকে যদি কোন মুসলিম স্বাধীন পুরুষ বা মহিলা হত্যা করে তবে নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর সমতুল্য না হইয়া বরং নিকৃষ্টতর হওয়ার কারণে ঐ হত্যাকারী বা হত্যাকারিণীর প্রাণদণ্ড হইবে না। এক্ষেত্রে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওারিসদেরে রক্তমূল্য প্রদান করিবে। এই সম্পর্কে শাহ অলীয়ুল্লাহ রহ: বলেন,—"সুন্নত দ্বারা ইহা সাবিত হইয়াছে যে, গোলাম হত্যার কারণে স্বাধীন লোককে কতল করা হইবে না।"

(গ) কোন মুসলিমা স্বাধীনা রমণীকে যদি কোন মুসলিম স্বাধীন পুরুষ হত্যা করে তবে ঐ মুসলিম স্বাধীন পুরুষকে হত্যা করা যাইবে অথবা সে রক্তমূল্য প্রদান করিবে। এ সম্পর্কে শাহ অলীয়ুল্লাহ রহঃ বলেন—হামদানের উপরাজের নিকট নবী সঃ-র যে ফরমান প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে লিখা ছিল, "স্ত্রীলোককে হত্যা করার কারণে পুরুষকে কতল করা হইবে।"

মুসলিমা স্বাধীনা স্ত্রীলোককে মুসলিম স্বাধীন পুরুষ হত্যা করিলে যখন তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা রহিয়াছে তখন অপর যে কেহই মুসলিমা স্বাধীনা স্ত্রীলোককে হত্যা করিবে তাহারই প্রাণদণ্ড হওয়া নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত হইবে, অথবা সে রক্তমূল্য প্রদান করিবে।

(ঘ) মুসলিমা বাঁদী হত্যার হুকম মুসলিম গোলাম হত্যার অনুরূপ এবং উহা (খ)তে বর্ণিত হইয়াছে।

(ঙ) কোন মুসলিমকে যদি কোন অমুসলিম হত্যা করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, অথবা সে রক্তমূল্য প্রদান করিবে।

(চ) কোন অমুসলিমকে যদি কোন মুসলিম হত্যা করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে না। কারণ নিহত ব্যক্তি হত্যাকারী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অধিকন্তু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে, "কাফির-হত্যার কারণে মুসলিমের প্রাণদণ্ড হইবে না।" এক্ষেত্রে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য প্রদান করিবে।

www.ahlehadeethbd.org

تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم •

١٧٩ ولكم في القصاص حيوة ياولي الالباب لعلكم تتقون •

পৌঁছাইবে। ইহা তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে আগত [শাস্তি] লাঘব ও দয়া। উহার পরে যদি কেহ সীমা লঙ্ঘন করে তবে তাহার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

১৭৯। হে বুদ্ধিমানেরা, ক্ষতির অনুরূপ শাস্তি বিধানের মধ্যে তোমাদের জীবন[১৯৫] রহিয়াছে—সম্ভবতঃ তোমরা নিজেদেরে পাপ হইতে রক্ষা করিয়া চলিবে।

১৯৪। নিহতের ওয়ারিস ও হত্যাকারীর মধ্যে সম্প্রীতি পুনঃ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা নিহতদের ওয়ারিসকে হত্যাকারীর ভাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১৯৫। প্রাণদণ্ডে মৃত্যু ঘটে। ঐ প্রাণদণ্ডকে এখানে জীবন বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, হত্যাকারীর প্রাণ-দণ্ড বিধানের ফলে প্রথমতঃ হত্যাকামী ব্যক্তি হত্যা হইতে বিরত থাকিয়া নিজে জীবন লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, যাহাকে হত্যা করিবার জন্য হত্যাকারীর ইচ্ছা হয় সেও ইহার ফলে জীবন লাভ করে। তৃতীয়তঃ, ঐ ঈপ্সিত হত্যার ফলে হত্যাকারীর পৃষ্ঠপোষক দল ও নিহতের পৃষ্ঠপোষকদলের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়া আরও যে সকল লোকের প্রাণনাশের সম্ভাবনা হইত তাহাদের জীবনও এই বিধানের ফলে রক্ষা পায়।

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য

—আবু য়ুসুফ দেওবন্দী

باب الخلع

খুলা'—তালাক অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৬৫। সাবিত ইব্‌ন কইসের বিবি সাবিতের নিকট হইতে খুলা'-তালাক লইলে নবী সঃ তাহার ইদ্দত কাল এক ঋতু বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন। —আবু দাউদ ও তিরমিযী; তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান বলিয়াছেন।

২৬৬। শু'আইব পুত্র 'আমর তাঁহার পিতা শু'আইব হইতে এবং শু'আইব তাঁহার পিতামহ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর রাঃ হইতে বর্ণনা করেন যে, কইস-পুত্র সাবিত দেখিতে কুৎসিত ছিলেন; এবং কইসের স্ত্রী বলেন, "[বাসর-রাত্রে] সে যখন আমার নিকটে আসিয়াছিল তখন আমার অন্তরে আল্লার ভয় যদি না থাকিত তাহা হইলে আমি তাহার মুখমণ্ডলে থুথু নিক্ষেপ করিয়া বসিতাম।—ইব্‌ন-মাজা।

২৬৭। আবু হাসমা পুত্র সহল রাঃ বলেন, ইসলামে উহাই সর্বপ্রথম খুলা'-তালাক।—অ'হমদ

باب الطلاق

তালাক অধ্যায়

২৬৮। ইব্‌ন 'উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

ابغض الحلال الى الله الطلاق

"তালাক আল্লার নিকটে সর্বাধিক অপ্রিয় বৈধ কাজ।"—আবু দাউদ ও ইব্‌ন মাজা। হাকিম এই হাদীসকে সহীহ্ বলিয়াছেন, কিন্তু আবু হাতিম ইহার মুরসাল হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া অভিমত দিয়াছেন।

২৬৯। ইব্‌ন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ-র যমানায়, ইব্‌ন 'উমরের স্ত্রী রজস্বলা থাকা অবস্থায় তাহাকে ইব্‌ন 'উমর তালাক দেয়। অনন্তর 'উমর সে সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সঃ-কে জিজ্ঞাসা করিলে রসূলুল্লাহ সঃ [হযরত 'উমর রাঃ-কে] বলেন,

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التى امر الله ان تطلق لها النساء.

"তাহাকে আদেশ করুন, সে যেন ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করে। তারপর, ঐ স্ত্রীর বর্তমান ঋতু শেষ হইয়া পাক হইবার পরে, আবার ঋতু আসিয়া আবার পাক হওয়া পর্যন্ত সে যেন তাহাকে স্ত্রী-রূপে রাখে। উহার পরে, সে যদি উহাকে রাখিবার ইচ্ছা করে তবে সে তাহাকে স্ত্রী-রূপে রাখিবে; আর সে যদি তালাক দিবার ইচ্ছা করে তবে সে তাহাকে [দ্বিতীয় দফার

www.ahlehadeethbd.org

পাক অবস্থায়] স্পর্শ করিবার পূর্বেই তালাক দিয়া ফেলিবে। আল্লাহ [সূরা আত্-তালাকে

فطلقوهن لعدتهن

"তবে তোমরা তাহাদের 'ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে তালাক দিবে" বলিয়া] যে 'ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তালাক দিবার আদেশ করিয়াছেন ইহাই তাহার তাৎপর্য। [অর্থাৎ ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া আল্লাহ তা'আলার এই আদেশের বরখেলাফ হইবে।] —বুখারী ও মুসলিম।

হাদীস-গ্রন্থ মুসলিমের অপর একটি রিওায়াতে আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا

"তাহাকে আদেশ করুন, সে যেন ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করে। তারপর, পরে তাহাকে তালাক দিবার ইচ্ছা হইলে স্ত্রীর পাক অবস্থায় অথবা গর্ভবতী অবস্থায় তাহাকে তালাক দিতে পারে।"

২৭০। ইব্ন 'উমর রাঃ বলেন, "[আমার স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় আমি তাহাকে যে তালাক দিয়াছিলাম] উহাকে এক তালাক গণ্য করা হইয়াছিল।"—বুখারী।

২৭১। (ক) [স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় যে পুরুষ তালাক দেয় তাহার সম্বন্ধে ইব্ন 'উমরকে বিধান জিজ্ঞাসা করা হইলে] ইব্ন 'উমর বলিতেন, "তুমি যদি তাহাকে এই তালাকটিই দিয়া থাক অথবা ইহা সহ দুই তালাক দিয়া থাক [তবে তাহাতে কোন অপরাধ হয় নাই। তুমি তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিলেই সকল ত্রুটি সংশোধিত হইবে।] কারণ, রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে এইরূপ ক্ষেত্রেই স্ত্রী পুনঃ গ্রহণ করতঃ তাহাকে অপর ঋতুকাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত রাখিয়া, তাহার পরবর্তী পাক অবস্থাতে তাহাকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। আর তুমি যদি তাহাকে ইহা সহ তিন তালাক দিয়া থাক তবে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ব্যাপারে আল্লাহ তোমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন তুমি তাহা [এমন ভাবে] অমান্য করিয়াছ [যে, তাহার সংশোধনের কোনই উপায় নাই] এবং সে ক্ষেত্রে তোমার স্ত্রী [অপর স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত] তোমার পক্ষে হারাম হইয়াছে।—মুসলিম।

(খ) মুসলিম হাদীস-গ্রন্থে ইব্ন 'উমরের অপর এক রিওায়াতে আছে, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমর বলেন, অনন্তর নবী সঃ আমাকে ঐ স্ত্রী ফিরাইয়া দেন এবং তিনি উহাকে কিছুই মনে করেন নাই।[১] নবী সঃ বলেন, "ঐ স্ত্রী যখন

১। ইব্ন 'উমর হাদীসে ইবন 'উমর রাঃ-র যে উক্তি উধৃত করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া হইলে উহা এক তালাক বলিয়া গণ্য হইবে। আর এই ২৭১ (খ) হাদীসে তাঁহার যে উক্তি উধৃত করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে 'নবী সঃ উহাকে কিছুই মনে করেন নাই।' এই উক্তিটির দুই প্রকার তাৎপর্য হইতে পারে। (এক) নবী সঃ ইহাকে তালাক গণ্য করেন নাই। (দুই) এই প্রকার তালাক দেওয়াকে নবী সঃ গুরুতর কোন ব্যাপার মনে করেন নাই। প্রথম তাৎপর্য গ্রহণ করা হইলে হাদীস দুইটী পরস্পর বিরোধী দাঁড়ায় এবং সমন্বয় বা সমাধানের প্রয়োজন দেখা দেয়।

২৭১ (খ) হাদীসটির মূল সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিয়া পরে উহার সমাধান বর্ণনা করিতেছি।

হাদীসটি সম্বন্ধে সঙ্কলনকারী ইমাম ইব্ন হজর বলেন, "অপর এক রিওায়াতে আছে।" কিন্তু কোন হাদীস-গ্রন্থে এই রিওায়াতটি আছে তাহা তিনি বলেন নাই।

সিহাহ-সিত্তা খুঁজিয়া এইরূপ কোন হাদীস

www.ahlehadeethbd.org

পাক হইবে তখন সে তাহাকে তালাকও দিতে পারে, রাখিতেও পারে।"

২৭২। ইবন 'অব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র যমানায়, আবূবকরের যমানায় এবং 'উমরের খিলাফতের প্রথম দুই বৎসরে তালাকের হুকম এই ছিল য, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে উহা এক তালাক গণ্য হইত। অনন্তর 'উমর বলিলেন: "যে [তালাক] ব্যাপারে লোকের ধীরভাবে চিন্তা করিবার প্রয়োজন ছিল সেই ব্যাপারটি তাহারা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিতে চায়। কাজেই আমি যদি তাহাদের প্রতি এই মর্মে ফরমান জারী করিতাম! অনন্তর, তিনি লোকদের প্রতি ঐ ফরমান জারী করিলেন।[২]—মুসলিম।

২৭৩। মহমূদ ইবন লবীদ বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সঃ-কে জানান হইয়াছিল যে, একজন লোক তাহার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়াছে। ইহাতে রসূলুল্লাহ সঃ ক্রোধান্বিত হইয়া [খুতবা দিতে] দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,

---

পাইলাম না। সহীহ মুসলিমে এ সম্পর্কে ইবন-জুরাইজের একটি রিওয়াত নিম্নলিখিত তিনটি শৃঙ্খল সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে—,

১) هارون عن ابى عاصم عن ابن جريج عن ابى الزبير عن عبد الله بن عمر

২) اسحق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاؤس عن طاؤس عن ابن عمر

৩) محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابى الزبير عن عبد الله بن عمر.

এই তিন শৃঙ্খল-সূত্রের মধ্যে যে রিওয়াতটি ইবন তাউস হইতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে এই প্রকার কোন উক্তির উল্লেখ নাই। আর যে রিওয়াতটি আবুয্-যুবাইর হইতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা আবূ 'আসিমের মারফতে হারূন এবং 'আবদুররায্যাকের মারফতে মুহম্মদ ইবন রাফি' বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের কাহারও রিওয়াতে এই উক্তিটি পাওয়া যায় না। তবে, মুহম্মদ ইবন রাফি'র রিওয়াত সম্পর্কে ইমাম মুসলিম বলেন, "এই রিওয়াতে কিছু অতিরিক্ত কথা আছে।" ঐ অতিরিক্ত কথাটি ইমাম মুসলিমও উল্লেখ করেন নাই; ভাষ্যকার ইমাম নববীও উল্লেখ করেন নাই।

সমন্বয় ও সামাধান—(ক) হাদীসটির মূল ও ভিত্তি সন্দেহাতীতরূপে জানা গেল না। যাহা হউক এই রিওয়াতের ভিত্তি আছে বলিয়া যদি স্বীকারও করা হয় এবং ইহার প্রথম তাৎপর্যটি যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও ইহা ২৭০ নং হাদীসটির সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না। কারণ, ২৭০ নং হাদীসটি বহু নির্ভরযোগ্য, সহীহ শৃঙ্খল-সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ২৭১ (খ) হাদীসটি রদ্দ হইবে। কাজেই উহা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

অতএব প্রমাণিত হইল যে, ঋতু কালে তালাক দেওয়া হইলে উহা এক তালাক গণ্য হইবে।

(খ) এই উক্তিটির 'দ্বিতীয় তাৎপর্য গ্রহণ করা হইলে উভয় উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। ২৭১ (ক) হাদীসটির পরিপ্রেক্ষিতে এই দ্বিতীয় তাৎপর্যই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত।

২। হযরত 'উমর রা-র ঐ প্রকার ফরমান জারীর অধিকার, ঐ ফরমানের স্বরূপ ও উহার অবশ্য-পালনীয় হওয়া সম্পর্কে বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। ইনশা-আল্লাহ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা যথাসম্ভব সত্বর তর্জুমানে প্রকাশ করা হইবে। এ সম্পর্কে মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী সাহেবের 'তিন তালাক প্রসংগ' পুস্তিকাখানি দ্রষ্টব্য।

এখন মোটামুটি এতটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে, এই হাদীস এবং ইহার পরবর্তী চারিটি হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নবী সঃ-র যমানায় এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া হইলে নবী সঃ ঐ ক্ষেত্রে এক তালাক জারী করিতেন এবং বাকী তালাকগুলিকে বাতিল (null & void) ঘোষণা করিতেন। মুহাদ্দিসদের সকলেই এই মত মানিয়া চলেন।

www.ahlehadeethbd.org

أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم

"এ কী কথা! আমি তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থাতেই আল্লার কিতাব লইয়া খেলা করা হইতেছে।"

অবশেষে [নবী সঃ-র ক্রোধ দেখিয়া] একজন লোক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "আল্লার রসূল, আমি কি তাহাকে কতল করিব না?"—নস'ঈ। এই হাদীসের বর্ণনাকারীদিগকে নির্ভরযোগ্য (ثقة) স্বীকার করা হইয়াছে।

২৭৪। (ক) ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, আবূ-রুকানা উম্ম-রুকানাকে তালাক দিলে, রসূলুল্লাহ সঃ আবূ-রুকানাকে বলিয়াছিলেন,

راجع امرأتك، فقال إني طلقتها

ثلاثاً، قال قد علمت، راجعها .

"তোমার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লও।" তাহাতে সে বলিয়াছিল, "নিশ্চয় আমি তাহাকে তিন তালাক [এক সঙ্গে] দিয়াছি।" তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছিলেন, "আমি তাহা জানি; তুমি উহাকে ফিরাইয়া লও।"—আবূ দাউদ।

(খ) মুস্‌নাদ-আহমদ হাদীসগ্রন্থে হাদীসটি এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

আবূ-রুকানা তাহার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক দিয়া চিন্তিত ও দুঃখিত হয়। অনন্তর রসূলুল্লাহ সঃ তাহাকে বলেন,

فإنها واحدة

"উহাতে এক তালাক হইয়াছে।"

এই দুইটি[৩] হাদীসেই বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইব্‌ন-ইসহাক রহিয়াছেন এবং তাঁহার নির্ভরযোগ্য হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।

(গ) আবূ দাউদ এই হাদীসটি অপর এক সূত্রে রিওয়ায়াত করিয়াছেন—এই সূত্রটি ঐ সূত্র হইতে উত্তম। রিওয়ায়াতটি এই :

আবূ রুকানা তাহার স্ত্রী সুহাইমাকে এমন তালাক দিয়াছিলেন যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। পরে, তিনি বলেন, "আমি উহা দ্বারা এক তালাকেরই ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অনন্তর, নবী সঃ আবূ রুকানাকে তাহার স্ত্রী প্রত্যর্পণ করেন।[৪]

৩। আবূ-দাউদ হাদীস গ্রন্থের যে সংস্করণ আমাদের নিকটে রহিয়াছে তাহাতে ২৭৩ (ক) হাদীসটির সনদে আবু ইসহাক নামে কোন বর্ণনাকারীর উল্লেখ নাই। তবে ঐ সনদে এই ত্রুটি রহিয়াছে যে, উহাতে "আবূ-রাফি'র কোন এক পুত্র" উল্লেখ করা হইয়াছে। ত্রুটিটি এই যে, পুত্রটি নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। এই সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম বলেন, "ঐ পুত্রটি যদি 'উবাইদুল্লাহ হইয়া থাকেন তবে উহা সহীহ হাদীস হইবে; অন্যথায় উহা নির্ভরযোগ্য নহে।

৪। আবু রুকানার তালাক দেওয়া সম্পর্কে এখানে তিনটি হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রথম দুইটিতে পরিস্কারভাবে তিন তালাকের উল্লেখ আছে; কিন্তু ঐ হাদীস দুইটির সহীহ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।

যাহা হউক, তৃতীয় হাদীসটির সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হওয়া সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। এই হাদীসটিতে যদিও তিন তালাকের উল্লেখ স্পষ্টভাবে নাই এবং যদিও ইহার প্রথমভাগে البتة শব্দটি রহিয়াছে আর البتة বলিতে যদিও তালাক বায়িন এবং তিন তালাক উভয়ই বুঝাইতে পারে, তবুও এখানে البتة তাৎপর্য তিন তালাকই হইবে। কারণ, "আমি উহা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৭৫। (ক) আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد' النكاح والطلاق والرجعة .

"তিন ব্যাপারে পাকাপাকিভাবে কথা বলাও কার্যকর হয় এবং হাসি-তামাশা করিয়া কথা বলাও কার্যকর হয়। ব্যাপারগুলি এই—বিবাহ করা, তালাক দেওয়া ও স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করা।" —আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা। হাকিম এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন।

[খ] ইব্‌ন 'আদীর এক রিওয়ায়াতে আছে,

الطلاق والعتاق والنكاح ।

"ব্যাপারগুলি এই—তালাক দেওয়া, গোলাম আযাদ করা ও বিবাহ করা।" —ইহার সনদ য'ঈফ।

[গ] 'উবাদা ইব্‌ন আস্-সামিত রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لايجوز اللعب فى ثلاث : الطلاق والنكاح والعتاق' فمن قالهن فقد وجبن

"তিন ব্যাপারে খেলা-তামাশা চলে না। ব্যাপারগুলি এই—তালাক দেওয়া, বিবাহ করা ও গোলাম আযাদ করা। যে কেহ এ সকল কথা উচ্চারণ করিবে উহা অবধারিত হইয়া উঠিবে।"—ইহার সনদ যঈ'ফ।

২৭৬। [ক] আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

ان الله تجاوز عن امتى ماحدثت به انفسها مالم تعمل او تتكلم به ०

"আমার উম্মতের কাহারও মনে যে সকল কথার উদয় হয় তদনুসারে সে যে পর্যন্ত ঐ কাজ না করে অথবা ঐ কথা না বলে সে পর্যন্ত আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।"[৫]—বুখারী ও মুসলিম।

[খ] ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

ان الله وضع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه .

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য ভ্রম-প্রমাদ, বিস্মরণ অথবা জবরদস্তির প্রভাবজনিত কাজ মাফ করিয়াছেন।—ইব্‌ন মাজা ও হাকিম। হাকিম বলেন, "ইহার হাদীস হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।"

২৭৭। [ক] ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন ঃ

দ্বারা এক তালাকেরই ইচ্ছা করিয়াছিলাম" আবু-রুকানার এই উক্তি পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত করে যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়াছিলেন। কাজেই সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইল যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া হইলে রসূলুল্লাহ সঃ উহাতে এক তালাক হওয়ার বিধান দিয়া গিয়াছেন।

৫। স্ত্রীকে তালাক দিবার কথা অথবা গোলামকে আযাদ করার কথা যদি মনের মধ্যে উদিত হইয়া মনের মধ্যেই মিলাইয়া যায় তবে তাহাতে স্ত্রীর প্রতি তালাকও হইবে না, গোলাম আযাদও হইবে না। সেইরূপ কোন পাপ কাজ করিবার কথা যদি মনের মধ্যে উদিত হইয়া মনের মধ্যে মিলাইয়া যায় তবে তাহাতে কোন গুনাহ লিখা হয় না।

www.ahlehadeethbd.org

"যদি কেহ নিজ স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম বলিয়া উক্তি করে তবে উহা তালাক ব্যাপারে কিছুই নয়।" [তাঁহার এই মতের সমর্থনে] তিনি বলেন, [আল্লাহ তা'আলা বলেন,] রসূলুল্লাহ সঃ-র [আচার-ব্যবহার ইত্যাদির] মধ্যে তোমাদের জন্য নিশ্চয় উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।[৬] [সূরা আল্-আহ্যাব ২১ আয়াত]—বুখারী।

(খ) ইব্ন 'আব্বাস রাঃ বলেনঃ কোন পুরুষ যদি নিজ স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম বলিয়া উক্তি করে তবে তাহা কসম বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ পুরুষকে কসম-ভঙ্গের কাফ্ফারা পালন করিতে হইবে।

৬। ইহা দ্বারা হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস রাঃ হযরত মারীয়া রাঃ-র ব্যাপারের দিকে ইঙ্গিত করেন। ব্যাপারটি নসা'ঈ হাদীসগ্রন্থে, সহীহ সনদে হযরত আনাস রাঃ-র যবানী বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাপারটি এই—নবী সঃ তাঁহার মারীয়া নাম্নী এক বাঁদীর সহিত সহবাস করিতেন। নবী সঃ-কে উহা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য হযরত 'আয়িশা রা ও হযরত হাফসা রাঃ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অবশেষে, নবী সঃ মারীয়া রাঃ কে নিজের জন্য হারাম বলিয়া ফেলিলেন। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা সূরা আত্-তাহ্রীমের এই আয়াতগুলি নাযিল করেন;— "হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা আপনি কেন হারাম করিতেছেন? আপনি আপনার বিবিদের সন্তোষ কামনা করেন?...."

কাজেই 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাঃ এই মত পোষণ করেন যে, কেহ যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার পক্ষে হারাম," তবে তাহাতে স্ত্রীর প্রতি তালাক হইবে না। তবে, এইরূপ উক্তি করার জন্য পুরুষকে কসমের কাফ্ফারা পালন করিতে হইবে। কসমের কাফ্ফারা এই—একজন গোলাম আযাদ করা অথবা দশজন মিসকীনকে অন্ন বা বস্ত্র দান করা অথবা তিন দিন রোযা রাখা।—সূরা আল্-মায়িদা—আয়াত ৮৯।

২৭৮। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, যে, [নবী সঃ-র বিবি] জওন্-তনয়াকে যখন রসূলুল্লাহ সঃ র সমীপে সমর্পণ করা হইয়াছিল তখন জওন্-তনয়া বলিয়াছিল, "আমি আপনার সম্পর্ক হইতে আল্লার আশ্রয় লইতেছি।" ইহাতে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছিলেন

لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، اِلْحَقِيْ بِاَهْلِكِ

"নিশ্চয় তুমি অতীব মহানের আশ্রয় লইয়াছ। তোমার পরিবারে গিয়া মিলিত হও।" —বুখারী।

[ইহা হইতে বুঝা যায় যে, 'নিজ পরিবারে চলিয়া যাও' বলিবার কালে যদি তালাকের নীয়াত থাকে তবে উহাতে তালাক হইবে।]

২৭৯। (ক) জাবির রাঃ হইতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا طَلَاقَ اِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ اِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.

"বিবাহ করিবার পরে তালাক হইতে পারে—[বিবাহ করিবার পূর্বে তালাক দিয়া থাকিলে সে তালাক অগ্রাহ্য]; এবং গোলামের মালিকানার পরে মুক্তি দান হইতে পারে। [মালিক হইবার পূর্বে কোন গোলামকে মুক্তি দেওয়া থাকিলে সে মুক্তি-দান কার্যকর হইবে না।]—আবূ য়া'লা ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হাদীসটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ত্রুটি রহিয়াছে।

(খ) মিসওর ইব্ন মখরমা রাঃ অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন—ইবন মাজা ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইহার সনদ হাসান; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ত্রুটি রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

(গ) 'আমর ইব্‌ন শু'আইব তাঁহার পিতা শু'আইব হইতে, শু'আইব তাঁহার পিতামহ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর রাঃ হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق

له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما

لا يملك .

"আদম-সন্তান যে বস্তুর মালিক নহে সে বস্তু সম্পর্কে তাহার কোন মানস অগ্রাহ্য; সে যে গোলামের মালিক নহে সেই গোলামকে তাহার মুক্তিদান অর্থহীন; সে যে স্ত্রীলোকের স্বামী নহে সেই স্ত্রীলোককে তাহার তালাক দেওয়ার কোন মূল্য নাই।"—আবূ দাঊদ ও তিরমিযী। তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, এই মর্মে যত রিওয়ায়াত আছে তন্মধ্যে এই বর্ণনাটিকেই ইমাম বুখারী সর্বাধিক সহীহ বলিয়াছেন।

২৮০। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم

حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر،

وعن المجنون حتى يعقل او يفيق .

'তিন প্রকার লোকের 'আমল লিখা স্থগিত থাকে—নিদ্রিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত জাগরিত না হয়, বালক [বালিকা] যে পর্যন্ত বালিগ না হয়; এবং পাগল যে পর্যন্ত বুদ্ধি ফিরিয়া না পায়।"—আহমদ, আবূ দাঊদ, নসা'ঈ ও ইব্‌ন হিব্বান। হাকিম এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন।

—:—:—

باب الرجعة

স্ত্রী পুনঃ গ্রহণ[১] অধ্যায়

২৮১ (ক) 'ইম্‌রান ইব্‌ন হুসাইন রাঃ-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, যে ব্যক্তি তালাক

১। স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটিবার পরে স্বামী যদি ঐ স্ত্রী হইতে অব্যাহতি লাভের প্রয়োজন বোধ করে তবে স্বামী স্ত্রীকে তাহার এক এক ঋতুর পরে একটি একটি করিয়া তালাক দিয়া তিন ঋতুর পরে তিন তালাক পর্যন্ত দিতে পারে।

কোন এক ঋতুর পরে, একটি তালাক দিবার পর, ঐ স্ত্রীর 'ইদ্দতের মধ্যে স্বামীকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে, সে ঐ স্ত্রীকে নূতন ভাবে বিবাহ না করিয়াই পুনঃ গ্রহণ করিতে পারে। সেইরূপ, পরবর্তী অপর কোন ঋতুর পরে দ্বিতীয় দফায় দ্বিতীয় তালাক দিয়াও স্বামী ঐ স্ত্রীকে তাহার 'ইদ্দত মধ্যে নূতন ভাবে বিবাহ না করিয়াই পুনঃ গ্রহণ করিতে পারে। এই ভাবে প্রথম তালাকের পর পুনঃ গ্রহণকেও রাজ্‌'আত বলা হয়, এবং দ্বিতীয় তালাকের পর পুনঃ গ্রহণকেও রাজ্‌'আত বলা হয়।

কিন্তু উহার পরে আবার কোনও এক ঋতুর পর ঐ স্ত্রীকে তৃতীয় দফায় তৃতীয় তালাক দিলে ঐ স্বামী ঐ স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ঐ অবস্থায় ঐ স্ত্রী যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং ঐ দ্বিতীয় স্বামীর সহিত মিলন ঘটিবার পরে ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি স্বেচ্ছায় অপরের বিনা অনুরোধে ঐ স্ত্রীকে তালাক দেয় অথবা ঐ দ্বিতীয় স্বামী মারা যায় তবে ঐ স্ত্রীর পক্ষে প্রথম স্বামীকে বিবাহ করা জায়িয

www.ahlehadeethbd.org

দেয় তারপর কাহাকেও সাক্ষী না রাখিয়া ঐ স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করে তাহার বিধান কী? জওাবে তিনি বলিয়াছিলেন, "স্ত্রীকে তালাক দিবার সময়েও সাক্ষী রাখিও এবং তাহাকে পুনঃ-গ্রহণের সময়েও সাক্ষী রাখিও।"—আবূ দাউদ এই ভাবেই ইহাকে সাহাবীর উক্তি বলিয়া রিওায়াত করিয়াছেন এবং ইহার সনদ সহীহ।

(খ) বাইহাকী হাদীসগ্রন্থে ইহা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

যে ব্যক্তি কাহাকেও সাক্ষী না রাখিয়া স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করে তাহার সম্বন্ধে 'ইমরান ইব্ন হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "সুন্নতের ব্যতিক্রম করিয়াছে। এখনই সাক্ষী রাখা তাহার কর্তব্য।" তবরাণীর এক রিওায়াতে আছে, তিনি আরও বলেন, "এবং আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাও তাহার উচিত।"

স্ত্রীর 'ইদ্দত অতিক্রান্ত হইলে রাজ্'আত্ করা চলে না। সে ক্ষেত্রে স্বামী যদি ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে উহাদের মধ্যে আবার নূতনভাবে বিবাহের প্রয়োজন হইবে।

হইবে।

প্রথম তালাক পরে অথবা দ্বিতীয় তালাক পরে

www.ahlehadeethbd.org

মীলাদ-ই-মোহাম্মদী

মূল :—মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী

অনুবাদ :—মোহাঃ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী

অবতরণিকা

চান্দ্রমাসের মধ্যে 'রবিউল আউওয়াল' একটি মাস। অত্র মাসে বিশ্ব-শান্তির ও মানব মুক্তির অগ্রদূত নবীকুল-শিরোমণি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সঃ হিদায়তের আলোক বাণী বহন করিয়া তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে শুভাগমন করেন। তাঁহার চরণ-স্পর্শে দুঃখ দুর্দশা ও অন্যায় অনাচারের তিমির রাশি তিরোহিত হইয়া বিমল জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমরা তাঁহাকে জ্ঞাপন করি অযুত-নিযুত দরূদ ও সালামের শ্রদ্ধাঞ্জলী—সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহী।

রবিউল আউওয়াল প্রকৃত প্রস্তাবে চিরস্মরণীয় মাস। কেননা অত্রমাসেই নবুয়তের গৌরবময় ইতিহাসের সূচনা ঘটিয়াছিল। আবার নবুয়তের মহান ও চূড়ান্ত দায়িত্ব সাফল্যের সহিত উদযাপিত হওয়ার পরেও পনরায় অত্র মাসেই রিসালত ও নবুয়তের দ্বার চিরতরে অবরুদ্ধ হইয়াছে। অত্র মাসেই ইছলামের গৌরব রবি হেদায়তের জলন্ত ভাস্কর যে শাশ্বত দীপ্তি লইয়া উদিত হইয়াছে সেই রবি-রশ্মির পুলকে বিশ্ব বসুন্ধরা হাসিয়া উঠিয়াছে। আলোক-উজ্জ্বল পৃথিবীর প্রতি প্রান্ত হইতে বর্ষিত হউক নবী রবির উপরে সলাত ও সালামের পুষ্পাঞ্জলী।

এমন মহিয়ান ও গরিয়ান মাসের আগমনে প্রতিটি মুসলিমের মন-প্রাণ আনন্দ উল্লাসে হিল্লোলিত হইয়া উঠে এবং তাহার হৃদ্‌বীণায় ঝংকৃত হয়—জয়ধ্বনি মারহাবা, সালাতুন-সালামুন্ ও মারহাবা।

কিন্তু মুসলিম মনে এই আনন্দ প্রকাশের পদ্ধতি কি হইবে তাহাই এক সমস্যা। সে আনন্দ কি অন্য জাতি ও অন্য ধর্মের অনুকরণে অথবা নবাবিষ্কৃত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করা চলিবে? এই প্রশ্নের সঠিক-জওয়াব পাইতেহইলে গবেষণার আলোকপাতে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, নবুয়তের স্বর্ণযুগে পবিত্র রবিউল আউওয়াল এর আগমনে কিরূপ স্বাগত-সংবর্দ্ধনার আয়োজন করা হইত। অতঃপর খোলাফা-ই-রাশেদীন এর যমানায় রবিউল দ্বাদশীতে কোন্ ধরণের অনুষ্ঠান ব্যবস্থা হইয়াছে। তৎপর বরেণ্য ইমাম চতুষ্টয় ও মহামান্য মুহাদ্দিছগন নবী-দিবসে মীলাদ মহফিল কিভাবে গুলযার করিতেন।

"মীলাদ-ই-মোহাম্মদীর" গবেষক লেখক কোরআন ও ছুন্নাহ'র মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া উদ্ভুত সমস্যার সমাধান আহরণ করিয়াছেন। উহাতে দৃষ্টিগোচর হইবে যে, নবীকুল-শিরোমণির নবুয়তের স্বর্ণ যুগে রবিউল দ্বাদশীর সংবর্দ্ধনায় আদৌ কোন মীলাদ মহফিলের ব্যবস্থা হয় নাই। খোলাফা-ই-রাশেদীনও ইহার জন্য কোনই আড়ম্বর অনুষ্ঠান করেন নাই। এমন কি পরবর্তী শতাব্দীদ্বয়ে বরেণ্য ইমাম চতুষ্টয় অথবা শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিছগণও রবিউল দ্বাদশীর নবী-দিবস স্মরণে কখনো মীলাদ-মহফিল গুলযার করেন নাই।

অতএব মুসলিম জনগণকে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, আজ আমরা চক্ষুবন্ধ করিয়া গতানুগতিকতার সয়লাবে গা ভাসাইয়া কোথায় চলিয়াছি? এ বিষয়ে সংশয়ের যবনিকা উন্মোচন পূর্বক প্রকৃত সত্যের স্বরূপ প্রকটিত করার মানসে আমরা উরদু "মীলাদ-ই-মোহাম্মদী" বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া তর্জুমানের পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে পেশ করিতেছি। ইন্‌শা-আল্লাহুল আযীয আমরা নিম্নে উহার সরল অনুবাদ দিতে প্রয়াস পাইব।

—অনুবাদক

www.ahlehadeethbd.org

সূচনা :—

চান্দ্র মাসের ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লামের জন্ম-দিবস উপলক্ষে যে আড়ম্বর পূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে উহা 'মীলাদ-মহফিল' নামে অভিহিত। যেহেতু মুছলমানগণের যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠান প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, এবং যেহেতু 'মিলাদ মহফিল' মহাপূণ্য বিবেচনা পূর্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কাজেই শরীয়ত হইতে ইহার জন্যও অবশ্যই সনদ হাসিল করিতে হইবে। অথচ শর্‌য়ী শাস্ত্র—কোরআন ও ছুন্নাহর মধ্যে ঘুণাক্ষরেও ইহার সমর্থন-প্রমাণ বিদ্যমান নাই। এমতাবস্থায় ইহা শরীয়তের দৃষ্টিতে কলংকিত বিদআত প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখে নবাবিষ্কৃত মীলাদ-মহফীলের সমাবেশ বর্জন পূর্বক কলংক বিমুক্ত হওয়া উম্মতে মুসলেমার পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে, প্রচলিত রসম-রিওয়াজ ও প্রথা-প্রচলনের ঊর্ধে থাকিয়া এবং উল্লিখিত তারিখের বাধ্য-বাধকতার পাশ কাটাইয়া যে কোন সময় বা তারিখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদর্শ জীবন চরিত্রের বিমল বর্ণনা দ্বারা অসীম সওয়াব লাভ করাই আমাদের জীবনের চরম কাম্য। এই মহদোদ্দেশ্যই মীলাদ-ই-মোহাম্মদী রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছে।

প্রচলিত মীলাদের রদ : প্রথম দলীল

আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁহার পরম সত্য ও পছন্দনীয় ধর্ম তদীয় আম্বিয়া শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর কর্তৃক পূর্ণ করিয়া দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, "অদ্য আমি তোমাদের দ্বীন পূর্ণ পরিণত—মুকাম্মেল করিয়া দিলাম।" এই কামেল শরীয়তের মধ্যে কোন সহীহ অথবা যয়ীফ রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতিপন্ন হয় নাই যে, হযরত সঃ অথবা সাহাবাগণ কর্তৃক ১২ই রবিউল আওয়াল দিবসে ঈদোৎসব উদ্‌যাপিত হইত কিংবা আজিকার ন্যায় কোন মীলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত হইত। এমতাবস্থায় আমরা যদি এই সকল মীলাদ মহফিলকে দ্বীনী কাজ মনে করি, অথচ দ্বীন শরীয়তে ইহার কোনই প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, শরীয়ত অপূর্ণ রহিয়াছে, অর্থাৎ খোদা তাআলা উহা কামেল ও পূর্ণ করিয়া দেন নাই। সুতরাং ইহার অবশ্য প্রতিপাদ্য এই দাঁড়ায় যে, হয় খোদা সত্যবাদী, খোদায়ী দ্বীন কামেল ও পূর্ণ আর মওলুদ মিথ্যা। অথবা খোদা মিথ্যাবাদী ও শরীয়ত অপূর্ণ আর মীলাদ সত্য। কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ের সমর্থন পৃথিবীর কোন মুছলমানই করিতে পারে না; সুতরাং প্রথমোক্ত বিষয়ই অবধারিত সত্য এবং বর্তমান আকারের মীলাদ বিদআত ও নাযায়েয্‌।

দ্বিতীয় দলীল :

পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির পর দুন্‌য়াতে সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় প্রতি বৎসরই রবিউল আউয়ালের চাঁদ উদিত হইত এবং প্রতি রবিউল আওয়ালেই ১২ই তারিখেরও আগমন ঘটিত; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি কখনো মীলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত করেন নাই। বরং তিনি মৃত্যুর পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমার পরে আমার এই শরীয়তের মধ্যে যে সকল নূতন ক্রিয়া কলাপ আবিষ্কৃত হইবে, আমি উহা হইতে নারায্‌ এবং ঐসকল ক্রিয়াকর্ম মরদুদ ও ভ্রষ্ট।

মীলাদ সপ্তম শতাব্দীর ৬০৪ হিজরী সনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোল্লাগণের মধ্য হইতে শায়খ ওমর ইবন-মোহাম্মদ ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি। তিনি মুহাদ্দিছ বা ফকীহ্‌গণের পর্যায়ভুক্ত নন এবং ইমাম বা মুজতাহিদগণের শ্রেণীভুক্তও নন।

বাদশাহগণের মধ্য হইতে সর্ব প্রথম ইহার প্রচলন করিয়াছেন আবু ছাইদ কোক্‌বূরী-ইবন-আবুল হাছান আলী বক্তগীন তুর্কমানী। তিনি 'মালেকুল মুযাফফর মুযাফ্‌ফরুদ্দীন' উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন কর্তৃক মুসল এর সন্নিকটস্থ আর্বল নগরের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হিজরী ৬৩০ অব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইবনখল্লেকান ও কামুছ)

www.ahlehadeethbd.org

ফলকথা মীলাদ যেহেতু নবী করীমের পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহা দ্বীনী ক্রিয়া-কর্মরূপে গণ্য হইয়া থাকে, অতএব ইহা বিদআত রূপে সাব্যস্ত হইবে।

তৃতীয় দলীল ঃ

নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ছাল্লামের ইন্তেকালের পর নেতৃস্থানীয় ছাহাবা, আল-ই-আতহার (রাযি) বা রসূলের (দঃ) পাক পরিজন কর্তৃক মীলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত করার কোনই নযীর বিদ্যমান নাই। ইহার বহুবিধ কারণ হইতে পারে, (১) হয়ত তৎকালে রবিউল আউওয়ালের চাঁদ উদিত হইত না, অথবা চন্দ্রোদয় হইত কিন্তু উহাতে ১২ই তারিখ থাকিত না। (২) কিংবা ১২ই তারিখও হয়ত থাকিত, কিন্তু ঐ সকল মহোদয়গণের নবী করিমের (ছাঃ) প্রতি ভক্তি ও মহব্বৎ ছিল না যেরূপ আমাদের অন্তরে আছে। অথবা ভক্তি মহব্বৎও ছিল বটে; কিন্তু কার্পণ্য বশতঃ কিংবা কার্যপ্রণালী অজ্ঞাত থাকার দরুণ হয়ত এই মহৎ কাজ হইতে তাঁহারা বারিত ছিলেন। (৩) অথবা মহোদয়গণ এই ক্রিয়াকর্ম বিদআত ও নাজায়েয জানিতেন। অত্র মাস ও তারিখ আগমন সত্বেও, কৃপণ না হওয়া ও নিয়ম প্রণালী অজ্ঞাত না থাকা সত্বেও তাঁহারা ইচ্ছাকৃত ভাবে জানিয়া বুঝিয়াই একাজ হইতে বিরত রহিয়াছেন এবং ইহাকে ঘৃণা করিয়াছেন। কিন্তু একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রথমোক্ত কারণদ্বয় সম্পূর্ণ বাতিল ও পরিত্যক্ত। অতএব তৃতীয় কারণটিই স্থিরীকৃত এবং ইহাই হক ও সত্য যে, ভক্তি মহব্বতে অগ্রবর্তী এবং সৎ ও পুণ্য কাজের প্রতি পূর্ণ অনুরাগী হওয়া সত্বেও তাঁহারা এই নবকর্ম অর্থাৎ বিদআত আবিষ্কার হইতে ক্ষান্ত রহিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সকল বুযুর্গগণ এক বাক্যে যে কাজ মন্দ জানিয়াছেন, পরবর্তীযুগের লোকদের কোন অধিকার নাই যে, এবম্প্রকার কার্য আবিষ্কার করিয়া অমুছলিম তরীকাপন্থীদের দলভুক্ত হইয়া খোদায়ী গযব-ভাজন হয় এবং দোযখ বাসের উপযোগী হয়।

চতুর্থ দলীল ঃ

তাবে'ঈন, তাবে'তাবেঈন এবং ইমাম চতুষ্টয়ের যমানা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা কখনও মিলাদ মহফিলের অনুষ্ঠান করেন নাই এবং কাহাকেও করিতে আদেশ দান করেন নাই। তাঁহাদের পুস্তকাদি এবং তাঁহাদের উদ্ধৃত উক্তি সমূহে মীলাদের আদৌ উল্লেখ নাই। অতএব অনুমিত হয় যে, সম্ভবতঃ তাঁহাদের যুগেও ন্যূনপক্ষে ইহার বর্জনের উপর তাঁহাদের ইজমা হইয়া থাকিবে। আমাদের বন্ধুগণ এক ইমামের তক্‌লীদ বর্জনে হৈ হল্লোর শুরু করিয়া দেন কিন্তু তাহারা চারি ইমামের তক্‌লীদ পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহা কখনো ভাবিয়াও দেখেন না। ফলকথা, চারি মযহাবেরই সিদ্ধান্ত এই যে, মীলাদ অনুষ্ঠান বাতিল ও অসিদ্ধ। এতদ কারণেই ইমাম আহমদ বছরী স্বীয় পুস্তক 'কওল-ই-মু'তামাদ' মধ্যে লিখিয়াছেন,

قد اتفق علماء المذاهب الاربعة على ذم العمل به

চারি—মযহাবেরআলেমগণ মীলাদ অনুষ্ঠানের উপর দোষ আরোপে মতৈক্য হইয়াছেন।

পঞ্চম দলীল ঃ

হানাফী মযহাবের বিশ্বস্ত কিতাবাবলী—হিদায়া, বাহরুরায়েক, মুছতামলী শরাহ-ই-মুনিয়াতুল মুছল্লী ইত্যাদিতে উল্লেখ-অভাব (আদম-ই-নকল) ক্রিয়া বর্জনের (তরক-ই-ফে'ল) হেতু প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ 'যে কাজ করা' নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়াহ ওয়া ছাল্লাম এবং মহামান্য সাহাবীগণ (রাযি) কর্তৃক প্রমাণিত নাই, উহা নিষিদ্ধ। যেরূপ মুজতবায়ী প্রেসে মুদ্রিত হিদায়া প্রথমখণ্ড ৭০ পৃষ্ঠায় 'কিতাবুসসালাত' অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, ছোবেহ ছাদিক উদয়ের পরে দুই রাকাত সুন্নতের অধিক পড়া মকরূহ

لانه عليه السلام لم يزد عليهما

কারণ নবী করিম ইহার বেশী পড়েন নাই। সুতরাং অত্রনীতি অনুসারে মীলাদও মকরূহ এবং নাজায়েয সাব্যস্ত হইতেছে, এই জন্য যে, নবী করিম ও ছাহাবীগণ হইতে উহা উল্লিখিত ও প্রমাণিত নাই।

www.ahlehadeethbd.org

ষষ্ঠ দলীল :

আলেমগণ লিখিয়াছেন যে, নবী করিমের কৃত কর্ম করা যেরূপ সুন্নত, তাঁহার অকৃত কর্ম না করাও তদ্রূপ সুন্নত। যেহেতু এক রেওয়ায়তে আছে, জনৈক ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত (নফল) আদা করিবার জন্য উদ্যত হইলে হযরত আলী রাযিআল্লাহুআনুহু তাহাকে বাধা দিলেন। সে বলিল, "আমীরুল মু'মেনীন! এতটুকু ত আমি জানি যে, নামায গুনাহর কাজ নয়, যার জন্য আমার আযাব হইবে। হযরত আলী (রা:) ইহার প্রতি উত্তরে বলিলেন,

ان الله لايثيب على فعل حتى يفعله
رسول الله صلى الله عليه وسلم او يحث عليه
فتكون صلوتك عبثا والعبث حرام فلعله تعالى
يعذبك بمخالفتك لنبيه (مجمع البحرين)

"কোন কাজ নবী করিমের কওল ও ফেল বা ক্রিয়া ও নির্দেশ দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত উহাতে খোদাতাআলা সওয়াব প্রদান করেন না। অতএব তোমার নামায কম পক্ষে নিষ্ফল ও বৃথা হইবে। আর বৃথা ও ফযুল কাজ করা হারাম, কাজেই বিচিত্র কি, খোদা তোমাকে তদীয় নবীর বিরুদ্ধাচরণ করার দরুণ এই নামাযের কারণে শাস্তি দিতে পারেন।"—(মজ্‌মাউল বাহরায়ন) ভাবিবার বিষয় যে, একটি জায়েয বরং উত্তম কাজকে আযাবের কারণ সাব্যস্ত করা হয়, শুধু এই জন্য যে, নবী করীম (ছ:) উহা উক্ত সময়ে করেন নাই। সুতরাং ঐ কাজের জন্য কত কঠোর শাস্তি হইবে যাহা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও নিষিদ্ধ আচরণে পরিব্যপ্ত! এই হেতু ইমাম ইবনুল হাজ্ব স্বীয় মুদখাল নামক কিতাবে লিখিয়াছেন :

قد احتوى ذالك على بدع ومحرمات

মীলাদ মহফিল বিদ্‌আত ও হারামে পরিপূর্ণ।

সপ্তম দলীল :

হানাফী মযহাবের কিতাব আশবাহ ওয়া নাযায়ের, ইত্যাদিতে ফুকাহাগণের মছ্‌লক ও কর্মপন্থা উল্লিখিত হইয়াছে,

ما اجتمع محرم ومبيح الا غلب المحرم

"যদি কোন বিষয়ে বৈধ ও অবৈধের একত্র সমাবেশ হয়, তাহাহইলে অবৈধতার দিকই প্রবল হইবে।" সুতরাং এ যুগের নবাবিষ্কৃত মীলাদ অনুষ্ঠানে বৈধতার কোন কারণ যদিও থাকে, তথাপি অবৈধতার বহুবিধ কারণের দরুণ উহা হারাম ও অবৈধ। অবৈধতার কারণ সমূহ সুপ্রকট : প্রথম—প্রচলিত পদ্ধতির অনুষ্ঠান। দ্বিতীয়—ঈদ-অনুরূপ আনন্দ উৎসব উদ্‌যাপন। তৃতীয়—দিন তারিখ নির্দিষ্ট করার বাধা বাধকতা। চতুর্থ—ইহার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ জাঁকজমক পূর্ণ আয়োজনের একান্ত প্রয়োজন-বোধ। যদিও রোযা, নামাযের বালাই নাই, তথাপি মীলাদ সভায় অংশ গ্রহণ অনিবার্য এবং জুমআও জমা'তের ধার না ধারিলেও মীলাদ মহফিল অবর্জনীয়। ৫ম—রাগ-রাগিনী ও ললিত কণ্ঠে উচ্চৈস্বরের কীর্তন। ৬ষ্ঠ—মওযূ—প্রক্ষিপ্ত, কল্পিত ও মিথ্যা রেওয়ায়তের ঝকমারী। ৭ম—অজাত-শ্মশ্রু ও সুর-শিল্পীদের আমন্ত্রণ। ৮ম—অপব্যয় ও অর্থের অপচয় এবং আলোকমালা ও রকমারি সরঞ্জাম ইত্যাদি। সুতরাং অত্র প্রমাণের সাহায্যে প্রচলিত মীলাদ মহফিল সমূহ নাজায়েয ও হারাম প্রতীয়মান হইল।

অষ্টম দলীল :

কোরআন করীমে উল্লিখিত হইয়াছে,

ومن يتولهم منكم فانه منهم

মুছলমানদের মধ্য হইতে যাহারা কাফিরদের পদাংক অনুসরণ করে তাহারা ঐ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে হাদীছ শরীফে বিদ্যমান আছে,

من تشبه بقوم فهو منهم

যাহারা অমুছলিম জাতির

www.ahlehadeethbd.org

"সদৃশতা অবলম্বন করে তাহারা উহাদেরই দলভুক্ত।" গভীরভাবে অত্র আয়াত ও হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, খৃষ্টানগণ প্রতিবৎসর আড়ম্বরের সহিত 'বড়দিন' (X Mas day) প্রতিপালন করিয়া থাকে এবং উক্ত দিবসে তাহারা যীশুখৃষ্টের মওলুদ মহফিল অনুষ্ঠিত করিয়া থাকে। এমনি ভাবে হিন্দুগণ তাহাদের মহামানবগণের জয়ন্তী ও জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের অনুকরণ করা মুছলমানদের পক্ষে হারাম। সুতরাং অত্র দলীলের সাহায্যে মওলুদ সভা অনুষ্ঠিত করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হইল।

নবম দলীল ঃ

হাদীছ শরীফে নির্দেশ রহিয়াছে,

دع ما يريبك الى مالا يريبك

"সন্দেহ যুক্ত কাজ বর্জন করিয়া সন্দেহমুক্ত কাজের দিকে অগ্রসর হও।" যদিও বা ধরিয়া লওয়া যায় যে, মিলাদ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে হুরমত বা অবৈধতার অকাট্য ফতোয়া প্রদত্ত হয় নাই, তথাপি ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মীলাদ অনুষ্ঠান আদৌ প্রমাণ সিদ্ধ নহে। ইহা নবী (দঃ) যুগে অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং ফুকাহাগণের যমানাতেও নয়। উপরন্তু চারি মযহাবের আলেমবৃন্দ ইহাতে বাধাদান করিয়াছেন এবং উহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব ন্যূনপক্ষে সন্দেহযুক্ত কাজ ত অবশ্য অবশ্যই সাব্যস্ত হইতেছে। অথচ হাদীছ শরীফে উল্লিখিত আছে, সন্দিগ্ধ কাজের সন্নিকটে যাইও না।

দশম দলীল ঃ

আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক রাযি. আল্লাহু আনহু মক্কা শরীফ অভিমুখে গমন কালে পথি মধ্যে দেখিতে পাইলেন, লোকজন রাস্তা ছাড়িয়া অন্য দিকে যাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, জনগণ কোথায় চলিয়াছে? লোকেরা বলিল, নবী ছাল্লাল্লাহু অলায়হে ওয়া ছাল্লাম এক স্থানে নামায আদা করিয়াছিলেন, তথায় নামায পড়িবার উদ্দেশ্যে ইহারা যাইতেছে। তিনি বলিলেন, এতদ্‌ কারণেইত অতীত কওম ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহারা নবীগণের স্মারক চিহ্নাবলীকে তাবাররুক বা প্রসাদ মনে করিয়া ঐ গুলিকে তীর্থ ও মহাস্থানে পরিণত করিয়া লইয়াছিল, সাবধান তোমরা তদ্রূপ করিওনা। তথায় নামাযের সময় উপস্থিত হইলে সেখানে নামায আদা করিও, অন্যথায় যেখানে নামাযের সময় হইবে সেখানেই আদা করিবে। এমনি ভাবে যখন আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর জানিতে পারিলেন যে, যে বৃক্ষের নীচে নবী করিম (দঃ) ছাহাবীগণের নিকট হইতে স্বেচ্ছা-শপথ (বয়াত-ই-রিয্‌ওয়ান) গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ বৃক্ষটি মুতাবাররক ও মঙ্গলময় বলিয়া অনুমিত হইতে চলিয়াছে, তখন তিনি উক্ত বৃক্ষ কর্তনের আদেশ প্রদান করিলেন।

একদা হযরত আবদুল্লাহ-ইবন মছউদ দেখিলেন, জনগণ মছজিদে চক্রাকারে বসিয়াছে। তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, তোমরা এখন হইতেই বিদ্‌আতী হইয়া গিয়াছ? ইহা বলার পর তিনি তাহাদিগকে মছজিদ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন।

এক ব্যক্তি হাঁচিদিয়া পড়িল,

الحمد لله والسلام على رسول الله

"আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌ ওয়াছ্‌ছালামু আলা রাছুলিল্লাহ্‌"। হযরত আবদুল্লাহ্‌-ইবন-ওমর (রাযিঃ) শুনিয়া নারায হইয়া বলিলেন,—এ ব্যক্তি নবী করিমের (দঃ) তা'লীমের খেলাফ কাজ করিয়াছে।

বরেণ্য ছাহাবীগণ (রাযিঃ) এই প্রকার সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিও ছাড়িয়া দিতেন না, বরং উহা হইতে বাধা দান করিতেন এবং উহার মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলিতেন। ইহা হইতে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, মহোদয়গণ যদি অদ্য পর্যন্ত জীবিত থাকিতেন—এবং শরীয়ত বিগর্হিত বিদআত ও অবৈধ সভা-মহফিল অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কিরূপ কঠিন শাস্তি-বিধান করিতেন। সত্যই ইহা ভাবিবার বিষয়।

একাদশ দলীল ঃ

ইহা একটি সর্বজনবিদিত মছআলা যে, যে কাজের ছিহ্‌হাত ও বৈধতা অজ্ঞাত, উহা কার্যে

www.ahlehadeethbd.org

পরিণত করা অবৈধ। অতএব মীলাদ অনুষ্ঠান করাও অবৈধ হইবে। কেন না, একথা সুনিশ্চিত যে, মীলাদের ছিহ্‌হাত ও বৈধতা কোরআন ও হাদীছ দ্বারা আদৌ প্রমাণিত নহে এবং বরেণ্য ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের ইজ্‌মা বা সর্ব সম্মতি লব্ধও নহে এবং মাননীয় ইমাম চতুষ্টয় হইতেও ইহা প্রমাণিত হয় নাই। এমনকি কিয়াছ ও ইছ্‌তিহছান এর সাহায্যেও প্রমাণসিদ্ধ নয়। এই হেতু যে, কিয়াছের জন্য মাকীছ আলায়হে বা কিয়াছ-কেন্দ্র নিরূপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। অপিচ প্রকৃত কিয়াছ-কেন্দ্র হইতেছে কোরআন করীম ও হাদীছ শরীফ এবং বেশীর বেশী উহার সহিত ইজ্‌মা। অথচ ইহাতেও মীলাদের কোনই প্রমাণ বিদ্যমান নাই, একথা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বাকী ইছ্‌তিহ্‌ছানও প্রমাণ শূন্য। কেননা ফকীহ্‌গণ ইছ্‌তিহ্‌ছানের মধ্যেও হানাফী মতে কিয়াছ অপরিহার্য বলিয়াছেন। অথচ কিয়াছের মূল কেন্দ্রে ইহার উল্লেখ নাই।

দ্বাদশ দলীল ঃ

ফিকহে'র কিতাব সমূহের সর্ববাদী সম্মত একটি মছ্‌আলা ঃ কোন জায়েয কাজকেও যদি জনগণ ছুন্নত সমতুল্য মনে করে, তাহা হইলে উহা বর্জন করাই একান্ত উচিত। মুছতাম্‌লী নামক কিতাবে উল্লিখিত আছে,

ومنها ان العامة يعتقدونها سنة

এতদ্‌ কারণেই (এই বিশেষ রকমের নামায সমূহ জমা'তের সহিত আদা করা মকরূহ্‌) যে, জনগণ উহা ছুন্নত বলিয়া বিশ্বাস পোষণ করে। ভাবিয়া দেখিবার বিষয় যে, শুধু 'ছুন্নত' মনে করার কারণে একটি জায়েয কাজ নাজায়েয ও মকরূহ্‌ সাব্যস্ত হইল। এমতাবস্থায় মওলুদ সম্বন্ধে শরীয়ত কর্তৃক কি হুকুম বর্তিতে পারে? প্রথমতঃ ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ মওলুদ সিদ্ধ ও জায়েয ধরিয়া লইলেও ফিক্‌হে'র উপরোল্লিখিত সর্বসম্মত মছআলা অনুসারে ইহা অবশ্যই নিষিদ্ধ ও নাজায়েয হইবে। কেন না—আজকাল মওলুদ ফরয্‌ ও ওয়াজিব হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে এবং যাহারা মওলুদ অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে রছুলের দুশমন, ওয়াহ্‌হাবী এবং বে-দ্বীন বলা হয়। আরো জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, ইহা নবী প্রেমের নিদর্শন এবং ইছ্‌লামের প্রতীক। এই সকল কারণে ইহা মকরূহ্‌ ও নাজায়েয।

ত্রয়োদশ দলীল ঃ

ইমাম আহমদ (রহঃ) প্রণীত মছনদ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে,

ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة .

"কোন বিদ্‌আত আবিষ্কৃত হইলে সেই পরিমাণ ছুন্নত বিলুপ্ত হইয়া যায়।" দারমী শরীফে এক রেওয়ায়েত অধিকন্তু উল্লিখিত হইয়াছে,

"অতঃপর ঐ ছুন্নতটি কেয়ামত পর্যন্ত আর পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে না।" প্রথমোক্ত হাদীছে বিদআত-অনির্দিষ্ট পদ 'না-বাচক অব্যয়ের পশ্চাতে ব্যবহৃত হইয়াছে কারণে ন্যায় শাস্ত্রানুসারে উহা সাকুল্য ও ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অর্থাৎ সর্বপ্রকারের বিদআত—ঘৃণিত (ছাইয়্যা) ও পছন্দনীয় (হাছানা) সকল বিদ্‌আত—দ্বারাই ছুন্নত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ যে সকল কাজ দ্বারা নবী করীমের ছুন্নত বিনষ্ট হইয়া যায় উহা অবৈধ ও হারাম। যদি আলোচ্য মীলাদকে বিদআত-ই-হাছানাও ধরিয়া লওয়া যায়—যদিও বিদআতের এই প্রকার বিভাগ অমূলক—এবং প্রকৃত প্রস্তাবে বিদআত-ই-হাছানা এর মূল অর্থ ও তাৎপর্য ইহার উপর প্রযোজ্য হইলেও উল্লিখিত হাদীছানুসারে উহা নিষিদ্ধ ও হারাম হইবে। অতএব প্রচলিত মীলাদ মহফিল নিষিদ্ধ ও হারাম সাব্যস্ত হইল।

(আগামীতে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

আল্লামা শওকানী (রহঃ)

মূল ঃ মওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী অনুবাদ ঃ এ, কে, মুহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী

[আরবের অন্তর্গত সুদূর ইয়ামান প্রদেশের "ছন্‌আ" নগরীর অধিবাসী ভুবন বিখ্যাত আলেম আল্লামা শওকানীর সহিত পাক ভারতীয় জামায়াতে আহলে-হাদীছের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যে সময় তিনি যায়েদিয়া মতবাদ পরিহার করিয়া এবং তকলীদের নাগ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া কোরআন ও ছুন্নাহকে সঠিক পথের দিশারী রূপে গ্রহণ করেন এবং নানা বিপদ-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়া উক্ত মতবাদ নির্ভিক কণ্ঠে প্রচার করিতে থাকেন, সেই যুগে ভারতীয় মুসলিম জাহানের সু-সন্তান আমিরুল মোমেনীন হযরত সৈয়েদনা আহমদ শহীদ (রহঃ), হযরত মওলানা ইসমাইল শহীদ (রহঃ) প্রভৃতি মনীষিগণ ভারতে কোরআন ও ছুন্নাহর অনুশাসন ও অবিমিশ্র ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য জদ ও জিহাদে রত ছিলেন। এই সময় কতিপয় ভারতীয় ওলামা ইয়ামনে গমন করিয়া আল্লামা শওকানীর শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক তাঁহার কতিপয় গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তী কালে ভূপালের স্বনামধন্য অধিপতি আল্লামা নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ মরহুম ও ইয়ামন হইতে আগত মুহাদ্দীস হাসান খাঁ মরহুম ও মুহাদ্দিছ আল্লামা হোসাইন বিন মহসিন আনসারী আল্লামা শওকানীর গ্রন্থসমূহ ভারতে আনয়ন করিয়া তাহার বিষয়বস্তু প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেন। আল্লামা শওকানী ছিলেন খাটি আহলে হাদীছ মতাবলম্বী, সুতরাং তাঁহার কোরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক মতবাদ আহলে হাদীছ জামাআতের নব উৎসাহে ইন্ধন যোগাইতে থাকে। এই হেতু আল্লামা শওকানীর নিকট আহলে-হাদীছ জামাআত যে বিশেষ ভাবে ঋণী তাহা অনস্বীকার্য্য। আমরা সংক্ষেপে এই প্রতিভাদীপ্ত মণীষীর জীবন কথা মওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানীর উর্দু পুস্তিকা 'এমান শওকানীর' মুক্ত অনুবাদ তর্জুমানের প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

وما توفيقى الا بالله

অনুবাদক]

নাম—এই প্রথিতযশা মনীষীর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ এবং আবু আলী তাঁহার উপনাম (কুনিয়াত)

বংশ পরিচয়—মুহাম্মদ বিন্ আলী বিন্ আব-দুল্লাহ বিন্ আল্‌হাসান বিন্ মুহাম্মদ বিন্ সেলাহ বিন্ ইবরাহিম বিন্ মুহাম্মদ বিন্ আফীফ।

আল্লামা শওকানী তাঁহার নসবনামা হযরত নুহ আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন।

আলী বিন্ মুহাম্মদ শওকানী—আল্লামা শওকানীর স্বনামধন্য পিতা আলী শওকানী (১১৩০-১২১১ হিঃ) শুধু যে একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন তাহাই নহে, তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল দায়িত্বপূর্ণ কাযী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইয়ামনের বিখ্যাত রাজধানী "ছনআ" নগরীতে তিনি শওকানী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি এতদূর বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, কাযীর গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালেও তিনি অধ্যাপনা কার্যে বরাবর অংশ গ্রহণ করিতেন। বিদ্যার্থীগণ তাহাদের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তির জন্য সর্বদা তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইতেন। তিনি তাঁহার জীবন সায়াহ্নে তদীয় তনয় ইমাম শওকানীর নিকট সহীহ বোখারী অধ্যয়নের গৌরব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই রসূলুল্লাহর (দঃ) পূত পবিত্র বাণী হাদীছের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগের পরিচয়

www.ahlehadeethbd.org

পাওয়া যায়। তাঁহার ধর্ম ভীরুতা এরূপ ছিল যে, নিজের বসবাসের গৃহও তিনি তৈয়ার করেন নাই। বরং তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমুদয় ধন সম্পদ একমাত্র বিদ্যা-চর্চা ও জ্ঞান প্রসারের জন্য উৎসর্গ করেন।

রাজধানী ছনআ হইতে এক দিবসের দূরত্ব ব্যবধানে "শওকান" নামীয় একটী ক্ষুদ্র শহর, এবং তদ সংলগ্ন একটী পর্বতের অপর প্রান্তে "হিজরত শওকান" নামক গ্রামখানি শওকানী বংশের আদি বাস ভূমি। কাযী শওকানী বর্ণনা করিয়াছেন—এই স্থানটি যুগ যুগ ধরিয়া বহু যোগ্য ও মহৎ মানবের জন্মদান করিয়াছে এবং এখানে সর্বদা কোন না কোন খ্যাতনামা মনীষী বিদ্যমান রহিয়াছেন। (البدر الطالع (১) ৪৮১ পৃঃ)

আলী শওকানী তাঁহার গ্রাম্য বাসস্থান "হিজরত শওকান" ত্যাগ করিয়া ছন্আ নগরীতে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন এবং এই খানেই ইয়ামানের বে-নযীর মনীষী আল্লামা শওকানী হিঃ ১১৭৩ সাল ২৮শে যিল্কাদা সোমবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় জন্ম গ্রহণ করেন। (البدر الطالع (২) ২১৫ পৃঃ)

তাঁহার বাল্য জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস সম্যকরূপে অবগত হওয়া দুষ্কর হইলেও যতদূর জানা যায় তাহাতে তিনি এই ছন্আ নগরীর পরিচ্ছন্ন পরিবেশেই লালিত পালিত ও বর্ধিত হইয়া উঠেন। (ابجد العلوم, ৮৭৭ পৃঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ তিনি বাল্যাবস্থায় প্রচলিত প্রথানুযায়ী সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআন মজীদ পাঠ করেন। অতঃপর কেরআত ও তজবীদ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া নিম্নোক্ত বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থের মতন কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন।

"আল্ আযহার" (ফেক্হ যয়দিয়া) "মুখ্তাসারুল্ ফারায়েয" "মিলহাতুল্ এ'রাব" "কাফিয়া" "মিফ্তাহ", (মাআনী), "গায়াতুস সওল" (ওসুলে ফিকহ), "মুখতাসর ইবনে হাজেব" (ওসুলে ফিকহ) "মনযুমা জযরী"(তজবীদ)"মনযুমা জাযাব (উরূয) "আদাবুল্ বাহাস", "রিসালাতুল্ অযা", ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উপরোক্ত গ্রন্থ সমূহের মতন কণ্ঠস্থ ব্যতীত ঐতিহাসিক বহু গ্রন্থ এবং বিভিন্ন শাখার কতিপয় সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ মক্তবে অধ্যয়নরত অবস্থায় মোতালিয়া করিয়া লন। এই প্রকারে বিভিন্ন বিদ্যায় জ্ঞানার্জন করিয়া ভবিষ্যৎ উচ্চ জ্ঞান সাধনার প্রাথমিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া লন। অতঃপর তদানীন্তন যুগের প্রখ্যাত-নামা মনীষী এবং প্রত্যেক জ্ঞান শাখায় অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ উস্তাযগণের নিকট নিম্ন বর্ণিত গ্রন্থগুলি অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তাহকীক সহকারে অধ্যয়ন করেন।

(ফেকহ যয়দিয়া) ঃ "শরহুল আয্হার" হাসিয়া সহ কয়েকবার, "শরহুন নাযেরী" দুইবার, (ছরফঃনহু) ঃ "মিলহাতুল এ'রাব" লিল হারিরী ভাষ্য সহ, "কাওয়ায়েদুল এ'রাব" ভাষ্য ও হাশিয়া সহ, "শরহুস সৈয়দ আল্ মুফতী আলাল কাফিয়া দুইবার, ভাষ্য ও হাশিয়া সহ, "শরহুস সৈয়দ আল মুফতী আলাল কাফিয়া" দুইবার, "শরহুল্ খোবায়সী আলাল কাফিয়া" হাশিয়া সহ দুইবার, শরহুল জামী হাশিয়া সহ, (মন্তেক) ঃ "শরহ ঈসাগুজী," "শরহ তাহযীব লিশ্ শিরাজী ওয়া ইয়াযদী", "কুতবী" হাশিয়া নোমাইর সহ ইত্যাদি। (মাআনী) ঃ "মুখতাসারুল মাআনী" হাশিয়া সহ, "মুতাওয়াল" হাশিয়া চলপী ও হাশিয়া সৈয়দ শরীফ ইত্যাদি, (ওসুলে ফিফহ) ঃ "শরহুল-আযদ আলাল মুখতাসার" হাশিয়া তাফতাযানীসহ, "শরহ জমউল জওয়ামে" লিল মুহল্লি হাশিয়া সহ, "শরহ গায়াতুস সওল," "কাফেল" হাশিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সহ ইত্যাদি। (হাদীছ ও ওসূলে হাদীছ); "ছহীহ বোখারী" "ছহীহ মুসলিম" "মুয়াত্তা ইমাম মালেক, "সুননে আবিদাউদ", "জামে তিরমিযী", শরহ ইবনে রসলান আলা সুননে আবি দাউদ, ইমাম খাত্তাবীর "মুয়ালিমুস্‌সুনান", শরহ সুননে আবি দাউদ, "সুননে নাসায়ী", "জামেউল ওসূল" "সুননে ইবনে-মাজাহ" "শেফা কাযী আইয়ায," "নববী শরহ মুসলিম", "ফৎহুল বারী", বদরুত তামাম, "শরহ বলুগুল মোরাম", "মুন্‌তাকাল আখবার", "শরহ উমদাতুল আহকাম", "শেফাউল আওয়াম" (যয়দিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বস্ত প্রচলিত হাদীছ গ্রন্থ), তান্‌কিহুল আন্‌যার, "শরহুন্নখবা". "আল্‌ফিয়া" ভাষ্যসহ, (অভিধান)ঃ "ছেহাহ জওহারী" এবং কামূছের কোন কোন অংশ, "ফালাকুল কামূছ", এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শাস্ত্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ রিসালাসমূহ।

কাযী শওকানী, যয়দী ফেক্‌হ শাস্ত্র অত্যন্ত তাহকিক ও মনযোগ সহকারে পাঠ করেন। ইয়ামনের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ যয়দিয়া ফেক্‌হ শাস্ত্রবিদ ও শ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ আল্‌ হাযারীর (মৃঃ ১২২৭ হিঃ) খেদমতে সুদীর্ঘ তের বৎসরকাল পর্যন্ত উপস্থিতি দিতে থাকেন। "আল-আযহার" গ্রন্থ ও উহার ভাষ্য এবং ভাষ্যের হাশিয়া সমূহ তিনি তাঁহার নিকট তিনবার বিশেষ তর্কালোচনা ও তাহকিকের সহিত অধ্যয়ন করেন।

তিনি বলিতেছেন ঃ—

استكملنا الدقيق والجليل من ذالك مع بحث وتمحيص

ফারায়েয গ্রন্থ অধ্যয়ন প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন ঃ

قراة بحث واتقان وتحرير وتقرير

অত্যন্ত তাহকিক্ ও আলোচনার সহিত পাঠ করেন। (البدر الطالع (১' ৯৭ পৃঃ) আল্লামা শওকানী তাঁহার প্রখ্যাত উস্‌তায্‌ আল্লামা আবদুল কাদের বিন আহমদের (মৃঃ ১২০৭ হিঃ) নিকট অধ্যয়ন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ—

وكانت القرأت جميعها يجرى فيها من المباحث الجارية على نمط الاجتهاد والاصدار والايراد على ماتشد اليه الرحال وربما اختر البحث الى تحرير رسائل مطولة ووقع من هذا كثير'

যাবতীয় পঠিতব্য বিষয়গুলি অত্যন্ত তর্কালোচনা ও বাদ প্রতিবাদের সহিত এজতেহাদী ধারায় পঠিত হইত। কখন কখন তর্কীভূত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হইয়া সুদীর্ঘ পুস্তিকাকার ধারণ করিত। এমন কি পাঠ্যাবস্থায় লিখিত বিষয়গুলি রিসালার স্তূপে পরিণত হইয়াছিল।

ইমাম শওকানী কোন কোন মসআলা সম্বন্ধে স্বীয় তাহ্‌কীক ও অভিমতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া স্বনামধন্য উস্তায আল্লামা কাওকাবানীর খেদমতে পেশ করিতেন। শ্রদ্ধেয় উস্তায তাঁহার রচনার সমালোচনা এবং উহাতে সারগর্ভ মন্তব্য লিখিয়া দিয়া প্রিয় শিষ্যকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এই প্রকার আলোচনা ও সমালোচনা সর্বদা চলিতে থাকিত।

ইমাম শওকানীর অধ্যাপক মণ্ডল ঃ

ইমাম শওকানী বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত-গণের নিকট সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পিতার স্নেহাধিক্যের প্রবল আকর্ষণ হেতু শওকানীর পক্ষে বিদেশ পর্যটন সম্ভবপর হয়নাই। তবুও আল্লার অসীম অনুগ্রহে দেশস্থ মহা পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের নিকট তাঁহার শিক্ষা লাভের সুবর্ণ সুযোগ ঘটিয়াছিল। নিম্নে কতিপয় খ্যাতনামা শিক্ষকের নাম উধৃত হইল ঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১) কাযী আলী বিন মুহাম্মদ শওকানী (মৃঃ ১২১১ হিঃ)—আল্লামা শওকানীর পিতা। (২) আল্লামা আবদুর রহমান বিন কাসেম মাদায়েনী। (৩) আল্লামা আহমদ বিন আমের হাদায়ী (৪) আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ হাযারী (৫) আল্লামা ইসমাইল বিন হাসান মাগরেবী, (৬) আবদুল্লাহ বিন ইসমাইল নহমী, (৭) কাসেম বিন ইয়াহইয়া খওলানী (৮) আল্লামা আবদুল্লাহ বিন হাসান (৯) আলী বিন মুহাম্মদ হাদী আরহাব (১০) হাদী বিন হোসাইন কারানী (১১) আবদুর রহমান বিন হাসান আল আক্ওয়া (১২) আলী বিন ইবরাহিম বিন আহমদ, (১৩) ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ আলহুতী (১৪) ইউসুফ বিন মুহাম্মদ আয্ যোবায়দী আল্ হানাফী (১৫) আল্লামা আবদুল কাদের বিন আহমদ কাওকবানী (মৃঃ ১২০৭ হিঃ) ইত্যাদি।

ইমাম শওকানী উপরোক্ত শিক্ষকগণের বিবরণ তদীয় আল্ বদরুত্তালে البدر الطالع নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আল্লামা আবদুল কাদের বিন আহমদ কাওকবানী

ইমাম শওকানী তদীয় অধ্যাপক আল্লামা আবদুল কাদের কাওকবানীর উচ্চপ্রশংসা সূচক বিবৃতি দান করিয়াছেন। আল্লামা কাওকবানী ইয়ামনের উজ্জলতম নক্ষত্র স্বনাম ধন্য আলেম আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল আমিরের (سبل السلام গ্রন্থ প্রণেতা) প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি যাবতীয় বিদ্যা সম্ভারে বিভূষিত হইয়া সমগ্র ইয়ামন প্রদেশ মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করেন। এই হেতু তিনি আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আমিরের যোগ্য স্থলাভিষিক্ত হইবার গৌরব অর্জন করিয়া ছিলেন। আল্লামা আবদুল কাদেরের তাহকীক ও গবেষণা সম্পূর্ণ মুজতাহিদানারূপ ছিল। এই হেতু শিষ্য ও শিক্ষকের মধ্যে অপরিসীম প্রণয় ও প্রগাঢ় ভালবাসা স্থান লাভ করিয়াছিল।

ছাত্র জীবনে শিক্ষাদান ও ফতুয়া প্রদান: আল্লামা শওকানী ছাত্রাবস্থাতেই অধ্যাপনার কার্য্যও পরিচালনা করিতেন। তিনি বলিতেছেন—আমার এই পঠন ও পাঠন মিলাইয়া কোন কোন সময় তেরটি সবকে পরিণত হইত। (১ম ২০৮ পৃষ্ঠা) ছাত্র জীবনেই তিনি ফতোয়া প্রদানের কার্যাও আনজাম দিতেন। দূর দূরান্তর হইতে তাঁহার নিকট বহু ফতোয়া তলব করা হইত। তিনি সমুদয় ফতোয়ার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেছেন—বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কাল হইতে আমি ফতোয়া লিখনী কার্য আরম্ভ করিয়া ছিলাম। (البدر الطالع ২১৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম শওকানী পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। পিতার সস্নেহ অনুশাসন, যোগ্য শিক্ষকের সাহায্য এবং তাঁহাদের নিকট হইতে জ্ঞানাহারণ তাঁহাকে অল্পকাল মধ্যে আরবীয় বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তোলে এবং হাদীছ ও ফেকহ শাস্ত্রে তিনি ইজতিহাদ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে সক্ষম হন। তৎকালে ইয়ামনের জনসাধারণ যায়েদিয়া মতবাদের অনুসারী এবং গোঁড়া তকলীদ পন্থী ছিল। এইরূপ পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিয়া যায়েদী ফেকহ পরিত্যাগ ও তকলীদের সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করতঃ উদাত্ত কণ্ঠে মুক্তিবাণী ঘোষণা করা বড় সহজ সাধ্য ব্যাপার ছিলনা। তবুও এই নির্ভীক পুরুষ তাঁহার ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে একমাত্র আল্লার রহমতকে সম্বল করিয়া পবিত্র কোরআন ও ছুন্নাহকে তাঁহার পথ প্রদর্শনের আলোক বর্তিকারূপে গ্রহণ করিয়া তকলীদের মায়াজাল ছিন্ন করিয়াছিলেন।

ইমাম শওকানীর ভুবন বিখ্যাত গ্রন্থ নয়লুল আওতার: ১৩১০ হিঃ সালে ইমাম শওকানীর

www.ahlehadeethbd.org

বয়স যখন ৩৭ বৎসর মাত্র সেই সময় তিনি কতিপয় শিক্ষকের ইঙ্গিতে ও পরামর্শ মতে ইমাম মজদুদ্দীন আবদুস্ সালাম ইবনে তায়মিয়াহ (মৃঃ ৬৫২ হিঃ) সঙ্কলিত "মুনতাকাল আখবার" (منتقى الاخبار) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ খানির এক-খানি সুচিন্তিত, অতি উপাদেয় ও অনুপম ভাষ্য গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। গ্রন্থ-খানি সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় নায়লুল আওতার ফি শরহে মুনতাকাল আখবার (نيل الاوطار فى شرح منتقى الاخبار) নামে সুপরিচিত। এই অতুলনীয় গ্রন্থ প্রণয়ন কালে ইমাম শওকানী ইয়ামানের বিখ্যাত আলেম-বৃন্দের একবৃহৎ জামায়াত হইতে মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করিয়াছিলেন। (ابجد العلوم ৮৭৮ পৃষ্ঠা, البدر (২) ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

তাঁহার লিখনী প্রসূত এই গ্রন্থখানি এতই দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল যে, সম্ভবতঃ উহা বিংশতি খণ্ডে সম্পন্ন হইত, কিন্তু তিনি ইহার প্রথম খণ্ড যখন তাঁহার শ্রদ্ধের উস্তায আল্লামা কাওকবানীর খেদমতে পেশ করেন, তখন তাঁহার পরামর্শ ও নির্দেশ ক্রমে ইহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আটখণ্ডে সমাপ্ত করেন। ইমাম শওকানী এই অনুপম গ্রন্থ খানির জন্য বিশেষ গর্ব অনুভব করিতেন। (আব-জাতুল উলুম ৮৭৮ পৃষ্ঠা)

সেই যুগের বড় বড় বিদ্বান এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত সংতোষ প্রকাশ করেন। বহু সম্ভ্রান্ত উলামা উক্ত গ্রন্থ খানি তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া উপকৃত হন। উক্ত গ্রন্থে প্রশংসা তালিকা সুদীর্ঘ।

ইহাও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য যে, এই ভাষ্য-খানি প্রণয়নের জন্য তাঁহার বহু উস্তায ও অন্যান্য বিজ্ঞজন মণ্ডলী তাঁহার নিকট বহু আবেদন ও অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এতদ্বারা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন মহা পণ্ডিত ও বহুদর্শী বিদ্বান এবং ইজতিহাদ ক্ষমতা সম্পন্ন আলেম ছিলেন ঃ

কাযী পদ গ্রহণ ঃ আল্লামা শওকানী অধ্যয়ন হইতে অবসর গ্রহণের পর বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান, ফতোয়া প্রদান ও গ্রন্থ সঙ্কলন ইত্যাদি কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১২০৯ হিঃ অর্থাৎ তাঁহার ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত এই পবিত্র কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। এই সময়ে তথাকার স্বনাম ধন্য কাযী আল্লামা ইয়াহইয়া বিন সালেহ পরলোক গমন করেন। এই শূন্য পদ গ্রহণের জন্য তদানীন্তন শাসন কর্তা খলিফা মনসুর বিল্লাহ আলী বিন আব্বাস আল্লামা শওকানীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করেন। আল্লামা তাঁহার বিদ্যানুশীলনে এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবার আশঙ্কায় নানাবিধ অজুহাত দর্শাইয়া খলিফার আবেদন প্রত্যাখান করেন। পুনরায় খলিফা তাঁহাকে নিশ্চয়তা দান করিয়া আবেদন জানান যে, আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আপনি সপ্তাহে মাত্র দুই দিবস কাযীর দায়িত্ব পলান করিবেন। ইহাতে অনায়াসে উভয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে। আপনার বিদ্যা চর্চার কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিবেনা।

যখন এই প্রসঙ্গ লইয়া খলিফার সহিত তাঁহার আলোচনা চলিতে থাকে, সেই সময় এই সংবাদ প্রদেশময় সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। এতদশ্রবণে ইমাম শওকানীর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও বিশিষ্ট উলামাগণ তাঁহাকে এই পদ গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাহারা নিবেদন করেন যে, যদি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অপর কোন অর্বাচীন ও অযোগ্য ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়া যায়, তবে ইহার পরিণাম বড়ই ভয়াবহ হইবে এবং ইহার প্রতিফল সকলকেই ভূগিতে

www.ahlehadeethbd.org

হইবে। অবশেষে তিনি যথানিয়ম ইস্‌তিখারা করিয়া এবং হিতৈষী উলামাগণের উপদেশ ও পরামর্শ লইয়া এই পদ গ্রহণে স্বীকৃতি দান করেন। (البدر الطالع (১) ৪৬৫ পৃষ্ঠা التاج المكلل ২৭২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শওকানী এই দায়িত্বপূর্ণ আসনে সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকেন। খলিফা মনসুর বিল্লাহের * খেলাফতের পর তদীয় পুত্র খলিফা মুতাওয়াক্কেল বিল্লাহ (১২২৪—১২৩১ হিঃ) এবং তাঁহার পর তৎপুত্র খলিফা আবদুল্লাহ (১২৩১—১২৫১ হিঃ) একাদিক্রমে শাসন ভার গ্রহণ করেন। এই মহামান্য খলিফা-ত্রয়ের শাসনযুগেও ইমাম শওকানী নিজ পদে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

শাসন কর্তার দৃষ্টিতে শওকানী : খলিফা মনসুর বিল্লাহ আল্লামা শওকানীকে অত্যধিক সম্মান করিতেন। ইমাম সাহেব লিখিতেছেন—

والخليفة ماترك شيأ من التعظيم الا وفعله وكان يجلني اجلالا عظيما .

(البدر الطالع (১) ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ মরহুম লিখিতেছেন—

حاكم آنجا در تعظيم واجلال مبالغه ميكرد، درهر باب امر و نهى مقتدى او بود، ومجال نداشت كه سرمو راى او درفصل خصومات ودیگر مهمات ملك ومال تجاوز كند، ومیگفت از قدر خوف كه مرا از دو كس دى آيد از هيچكس ايست، يكے او تعالى دوم شوكانى .

ইয়ামানের শাসন কর্তা ইমাম শওকানীকে অতিশয় সম্মান করিতেন। প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধ বিষয়ে তাঁহারই পদানুসারী ছিলেন। শরয়ী মীমাংসা ক্ষেত্রে অথবা রাজ্যের কোন গুরুত্ব-পূর্ণ কার্য্যে কেশাগ্র পরিমাণ তাঁহার মতের বহির্ভূত হইবার উপায় ছিলনা। তিনি বলিতেন—আমি দুই ব্যক্তি হইতে যতদূর সন্ত্রাসিত থাকে, অপর ব্যক্তি হইতে ততটা নহে। এক আল্লাহ তায়ালা হইতে অপর ইমাম শওকানী হইতে। (ইতহাফ—৪০৯ পৃষ্ঠা)। (ক্রমশঃ)

* খলিফা মনসুর বিল্লাহ আলী বিন আব্বাস ১১৫১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মেহদী বিল্লাহ ১১৮৯ হিঃ সালে ইন্তিকাল করিলে তিনি শাসন ভার গ্রহণ করেন। অতঃপর ১২২৪ হিঃ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইমাম শওকানীর উক্তি মতে তিনি একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

ইসলাম-প্রচার

—সৈয়েদ রশীদুল হাসান এম, এ, বি, এল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে কোরআন পাকের শিক্ষায় মনোনিবেশ করা, ইহার পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা এবং এই শিক্ষা প্রচারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা। আল্লাহ মানুষকে দুনিয়াতে তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। পবিত্র কোরআনই হলো সেই আদর্শ স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বাঙ্গ সুন্দর ব্যবস্থা। কেবল তাহাই নয়, উপরন্ত করুণাময় প্রভু মানুষেরই মধ্য থেকে একটি মানুষ-নবী দুনিয়াকে আদর্শ হিসাবে দান করেছেন, যিনি সমস্ত কোরআনের শিক্ষা নিজ কর্মময় জীবনে গ্রহণ ক'রে অক্ষরে অক্ষরে তার উপর আমল ক'রে কোরআনী আদর্শের একটি পূর্ণ প্রতীক হিসাবে দুনিয়ার মানুষের সামনে বিরাজ করছেন—এবং কেয়ামত পর্যন্ত করবেন। অপর কথায়, তাঁর কর্মময় জীবন—তাঁর কথাবার্তা, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, হাসি-কান্না, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, এবাদত-বন্দেগী—এক কথায় মানব জীবনের যাবতীয় কাজে—দীনি আর দুনিয়াবী, ইহকালীন এবং পরকালীন—সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অতি সততা এবং বিশ্বস্ততার সহিত লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, যার নবীর সমস্ত দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর কারণ হলো, এই শেষ নবীর শিক্ষা এবং আদর্শই কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়াকে পথ প্রদর্শন করবে। আর যত পয়গম্বর, নবী-রসুল এবং ধর্মগুরু দুনিয়াতে এসেছিলেন ও চলে গেছেন তাদের কারও জীবন-বৃত্তান্ত শিক্ষা এবং আদর্শ সংরক্ষিত হয় নাই এবং হবার দরকারও ছিল না। তারা ছিলেন একটি নির্দিষ্ট যুগ এবং স্থানের জন্য আঞ্চলিক নবী (Regional Prophets)। তাদের শিক্ষা এবং পয়গাম ছিল সেই নির্দিষ্ট যুগের জন্য। সার্বকালীন এবা সার্বজনীন শিক্ষা এবং আদর্শ নিয়ে বিশ্ব নবীর আবির্ভাবের পর ঐ সমস্ত আঞ্চলিক নবীদের শিক্ষা ও আদর্শের প্রয়োজনীয়তা আর বাকী রইল না। এমন কি তাদের কাছে যে সমস্ত ঐশী গ্রন্থ নাযীল হয়েছিল তা পর্যন্ত সংরক্ষিত হয় নাই। স্বীকৃত মতেই পূর্ববর্তী কোনও ঐশী গ্রন্থ বর্তমানে অবিকৃত আকারে বিদ্যমান নাই। বলা যেতে পারে ইহাও ঐশী বিধানেরই অনুবর্তী, আল্লাহর অভিপ্রায় ইহাই ছিল। কারণ ঐ সমস্ত শিক্ষা এবং আদর্শের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং যে শাশ্বত বিধান এবং আদর্শ শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষকে পথ দেখাবে তা অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষণ করেছেন আল্লাহ নিজে। আল্লাহ বলছেন,

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون

"আমরাই আয-যিকর (কোরআন) নাযিল করেছি এবং আমরাই ইহার সংরক্ষণকারী।" (১৫:৯) অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যে ভাবে পবিত্র কোরআনের 'হেফাযত' করা হয়েছে তা একটি অলৌকিক ব্যাপার (miracle) কোরআনের সেই আদর্শ রূপায়িত হয়েছে পরিপূর্ণ ভাবে নবীয়ে করীমের কর্মময় জীবনে। যা অতি সতর্কতার সঙ্গে এবং পুঙ্খানুপুংখরূপে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, যেন দুনিয়ার সকল মানুষ সর্বক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে এবং সকলস্তরে এই মহান আদর্শ হতে শিক্ষা ও প্রেরণা পেতে পারে, অন্য কোন আদর্শের মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

সৃষ্টিকর্তা প্রভু যে উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন জীবন ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্য রূপায়িত করতে হলে, বাস্তব জীবনে সে লক্ষে উপনীত হতে হলে আর দুনিয়াতে প্রকৃত সুখ শান্তিতে জীবন যাপন করতে হলে এবং জীবনের আসল লক্ষ—পরকালীন মুক্তি—অর্জন করতে হলে, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা এবং এই মহানবীর

www.ahlehadeethbd.org

আদর্শে গড়ে জীবনের সকল স্তরে উহাদের রূপায়ণ অপরিহার্য। এদুটী উপকরণই দুনিয়াতে সত্যিকার এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র পন্থা। বিশ্বশান্তি স্থাপনের জন্য এই আশাবাদ নিয়ে অন্য যত পন্থাই অবলম্বন করা হউক না কেন, সমস্তই ব্যর্থ হতে বাধ্য। বর্তমান দুনিয়া ইহার জলন্ত প্রমাণ।

আমাদিগকে রক্ষা পেতে হলে আবার কোরআনের হিদায়ত এবং নবী এ করীমের (দঃ) আদর্শ আকড়িয়ে ধরতে হবে। নিজেদেরকেও ধরতে হবে, সমস্ত দুনিয়ার সামনেও পেশ করতে হবে। ইসলামের শান্তির বাণী সকলের কাছে পৌঁছাতে হবে, ইসলাম কবুল করার দাওত সকলকে দিতে হবে। গ্রহণ করা না করা তাদের ইচ্ছা। 'ধর্মে কোনই জবরদস্তি নাই' (لا اكراه فى الدين....) এই হলো কোরআনের বিঘোষিত বিধান। "সত্য এবং সততার পথ আর অসত্য ও ভ্রান্তির পথ, আলো এবং অন্ধকার পৃথক পৃথক এবং পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। এর পর যারা শয়তানকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে এমনি একটি মজবুত হাতুলি আকড়িয়ে ধরবে যা কখনো ছিন্ন হবার নয়—আল্লাহ সর্ব-শ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আল্লাহই তাদের ওলী —এবং অবিভাবক যারা ঈমান আনে (বিশ্বাস করে), আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু যারা 'কাফের' তাদের অবিভাবক হচ্ছে তাগুত বা শয়তান। তাদেরকে সে আলো হতে অন্ধকারে নিয়ে যাবে, তারাই (দোযখের) আগুনের সহচর এবং সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল" (২:২৫৬) অর্থাৎ স্পষ্ট দিবালোকে সুপথ এবং কুপথ পরিষ্কার দৃষ্ট হওয়া সত্বেও যদি কেহ সুপথ ছেড়ে কুপথ অবলম্বন করে, সেজন্য সে নিজেই দায়ী। তাই ধর্মে জবরদস্তি নাই, তবে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা সমস্ত দুনিয়ার কাছে পৌঁছাবার প্রয়োজন রয়েছে এবং এই দায়িত্ব পালন করার জিম্মা মুসলমানদের উপর ন্যস্ত। وما علينا الا البلاغ.... "এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে পৌঁছিয়ে দেওয়া"। এই কর্তব্যে অবহেলার দরুন যদি মানুষ পথভ্রষ্ট এবং কুপথগামী হয় সে জন্য দায়ী হব আমরা।

অবশ্য যেহেতু মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন —আশ্‌রাফুল মখ্‌লুকাত, তাই প্রত্যেকটি মানুষেরও প্রাথমিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব হচ্ছে, সত্য ধর্ম কোনটি তা বিচার বিবেচনা করে বেছে নেওয়া। এদিক দিয়ে মুসলমানদের সৌভাগ্যবান বলা চলে, কারণ সত্য ধর্ম নিয়েই তারা জন্মগ্রহণ করেছে।

الحمد لله على دين الاسلام আল্লাহর হাজার হাজার শুকুর দীনে ইসলামের উপর। কিন্তু প্রকৃত সৌভাগ্যবান কেবল সেই ব্যক্তি যে সত্যিকার মুসলমান। কেবল মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় না, এবং যে ইসলামের উপর পূর্ণ ভাবে কায়েম রয়েছে, যে একজন মুসলিম হিসাবে তার সমস্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য প্রতিপালন করে যাচ্ছে, অপর কথায়, যে 'ঈমানে কামেল' এবং 'আমালে সালেহর' সত্যিকার প্রতীক, সেই প্রকৃত মুসলমান।

আমার বক্তব্য আর বাড়াতে চাই না। বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিকার হিসাবে আমি কতিপয় কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করছি। গোটা মুসলিম সমাজ এবং সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ, তারা যেন বিষয়টি সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করেন এবং প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট হন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পবিত্র কোরআনের হিদায়ত এবং ইসলামের বাণী প্রচার করার দায়িত্ব সকল মুসলমানের উপর ন্যস্ত, ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং রাষ্ট্রগত ভাবে সকলকেই এই কর্তব্য পালন করে যেতে হবে।

ব্যক্তিগত ব্যবস্থা

ব্যক্তিগত ভাবে সকল মুসলমানকেই পবিত্র কোরআনের শিক্ষা অনিবার্য ভাবে নিজেদের গ্রহণ করতে হবে এবং নিজের সন্তান সন্ততি, পরিবার পরিজনকেও সে শিক্ষা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নবীএ করীমের (দঃ) জীবনী এবং জীবন-আদর্শের সঙ্গে পূর্ণভাবে পরিচিত হতে হবে। মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবন ইসলামের সত্যিকার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হলে,

www.ahlehadeethbd.org

স্বভাবতঃই সামাজিক জীবনের উপরও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। ব্যক্তিগত জীবনে নিম্নলিখিত কার্য্য পন্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

১। পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহর নির্দেশ মুতাবিক নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে এবং নিজ পরিবারস্থ সকলকেই তা গড়ে তুলবার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

২। স্কুল কলেজেও যাতে এই শিক্ষাদান এবং উক্ত শিক্ষার আলোকে শিক্ষক ও ছাত্রদের আরচণ ও চরিত্র গঠিত হয় সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জোরদার দাবী তুলতে হবে।

৩। বিশেষভাবে নিজেরা যথাযথ ভাবে নমাযের প্রতিষ্ঠা করবে এবং পরিবারস্থ সকলকে নমায প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য করবে। কারণ নমায হচ্ছে সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকার এবং কল্যাণ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম উপায়।

সামাজিক ব্যবস্থা

যে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা ইসলাম প্রবর্তন করেছে, সেগুলি পুরাপুরি ভাবে গৃহীত হলে এবং কার্যকরী করলে সমাজ একটি আদর্শ সমাজে পরিণত হতে বাধ্য। প্রত্যেক মহল্লা, প্রত্যেক গ্রাম এবং সহরের মসজিদগুলিকে কেন্দ্র করে আমরা যদি আমাদের ইসলামী দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলি প্রতিপালন করে যাই তাহলে একদিকে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার লাভ করবে। অপর দিকে সমাজ দেহ হতে সকল প্রকারের দুষ্ট ক্ষত সহজে বিদূরীত হয়ে যাবে। 'আম্‌র বিল মা' রুফ' এবং 'নহি আনিল মুনকর'—ভাল কাজের দিকে ডাকবার এবং মন্দ কাজে হতে বিরত রাখবার এক একটি জমআত কায়েম করার যে নির্দেশ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ দিয়েছেন তা কায়েম করা এবং কার্য্যকরী করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায় এবং সভায় নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

১। মসজিদ সমূহকে কেন্দ্র করে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহর শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করা।

২। 'আমর বিল-মা'রুফ এবং নাহি আনিল মুনকরের' জন্য জমআত কায়েম করা এবং এর মাধ্যমে কাজ করে যাওয়া।

৩। হাটে, বাজারে, মাঠে ময়দানে, মাহফিল ও সভা সমিতি ক'রে জনসাধারণের কাছে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করা এবং অমুসলমান জন সাধারণকে ইসলামের দাওত বা আমন্ত্রণ দেওয়া।

দ্বিতীয় দফা অনুযায়ী যে 'জমআত' কায়েম করা হবে, সেটাই 'ইসলামী মিশনের' মহল্লা, গ্রাম বা সহরের শাখা বলে গণ্য হবে এবং তারাই মিশনের পক্ষ হতে ইসলাম প্রচারের যে কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হবে সে সমস্ত কার্যে পরিণত করে যাবে।

রাষ্ট্রগত ব্যবস্থা

মুসলমান যেখানেই বসবাস করুক না কেন, রাষ্ট্র যদি ইসলামী রাষ্ট্র নাও হয়, তবুও ব্যক্তিগত এবং সমাজ ও সমষ্টিগত ভাবে ইসলামের শিক্ষা প্রচারের কাজ তাদের চালিয়ে যেতেই হবে। ইসলামের দাওত বা আমন্ত্রণ অমুসলমানদেরও দিয়ে যেতে হবে। আর যদি রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হয় তবে এ দায়িত্ব প্রধানতঃ রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তৎসত্বেও ব্যক্তিগত এবং সমাজগত দায়িত্ব মওকুফ বা রহিত হয়ে যায় না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এসমস্ত কাজও জারী থাকবে। পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপনের আসল উদ্দেশ্যই হলো ইসলামের খেদমত। এ উদ্দেশ্য সাধিত না হলে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অর্থই হয় না। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার শাসকবৃন্দের উপর যে দায়িত্ব এসে যায় কোরআন মজিদ সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে রেখেছে ঃ

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور .

যাদের আমরা পৃথিবীর (কোন স্থানের) আধিপত্যে) প্রতিষ্ঠিত করি, তারা (১) নমায কায়েম করবে, (২) এবং যাকাত দিবে এবং (৩) ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কাজ হতে বারণ করবে আর সমস্ত জিনিষেরই শেষ প্রত্যাবর্তন স্থল হচ্ছে আল্লাহ।

কোরআন মজিদের এই স্বার্থহীন ঘোষণায় ভুল বুঝাবুঝির বা গোঁজামিল দিবার কোনই অবকাশ নাই। এ সমস্ত বিধান যদি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা হয় তাহলে ইসলাম প্রচারের কাজও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হয়ে যায়।

ইসলাম প্রচারের জন্য রাষ্ট্রকে যে সমস্ত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার প্রস্তাব আমি করছি তা নিম্নরূপ ঃ

১) দুনিয়ার প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থায় একটী ধর্ম সম্পর্কীয় বিভাগ (Ministry of Ecclesiastical Affairs) স্থাপন করতে হবে। সেই বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ইসলাম প্রচার মিশন (State Islamic Mission) বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর থাকবে। এই দফতরটি (Department) এক-

www.ahlehadeethbd.org

জন ধার্মিক, নির্ভীক, যোগ্য এবং নিষ্ঠাবান মুসলিম মন্ত্রীর হাতে অর্পণ করতে হবে। এই মন্ত্রিত্বের (Ministry) সর্ব প্রথম কাজ হবে দুনিয়ার অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সেই সমস্ত রাষ্ট্রে অনুরূপ Ecclesiastical Ministry এবং State Islamic Mission কায়েমের ব্যবস্থা করা।

সমস্ত দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির Ecclesiastical Ministry একত্রিত হয়ে একটি World Islamic Mission কায়েম করবেন এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের State Islamic Mission গুলি আপোষ যোগাযোগে ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাবেন। State Mission গুলিকে World Islamic Mission এর অনুমোদন (affiliation) গ্রহণ করতে হবে।

World Islamic Mission এবং সমস্ত State Mission গুলির কাজ হবে :—

(ক) ইসলামের খেদমত, ইসলামের শাশ্বত শান্তির বাণী, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা এবং ইসলামের সত্যিকার আদর্শ সমস্ত দুনিয়া জুড়ে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

(খ) দুনিয়ার সকল মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব এবং আধ্যাত্মিক বন্ধনের (spiritual tie) ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা।

[সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত World Islamic Missionকে দুনিয়ার সকল মুসলিম রাষ্ট্রের একটি International Commonwealth of Islamic States স্থাপন করার বুনিয়াদ (nucleas) হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে]

কোরআনের শিক্ষা

২। অনতিবিলম্বে সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রগুলিতে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ভাবে প্রবর্তন করতে হবে। কোরআনের শিক্ষাকে গ্রহণও কার্যকরী-করণ মুসলিম সমাজ এবং মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কোরআন ছাড়া মুসলমানের অস্তিত্বের কথাই চিন্তা করা যায় না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আজ মুসলমানদের বেশীর ভাগই কোরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়েছে। বিজ্ঞান ও সভ্যতার এই উন্নত যুগে যখন কোরআনের উপর গবেষণা চালিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল তখন গবেষণা তো দূরের কথা কোরআন পড়া এবং শিক্ষা করা আমরা এক প্রকার ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু গবেষণার গুরুত্ব কত বেশী তা কোরআনের নিম্নোধৃত বাক্য থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে—

আল্লাহ বলছেন :—

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها .

তারা কি কোরআনের (আয়াত সমূহের) চিন্তা এবং গবেষণা করবে না—না কি তাদের অন্তঃকরণ তালা বন্ধ"—(৪৭ : ২৪)

মরহুম আল্লামা ইকবাল বলছেন :—

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہوکر
اور تم خوار ہوے تارک قرآن ہوکر

এই একটি মাত্র কারণেই (কোরআনকে ছেড়ে দেওয়া) আজ গোটা মুসলিম সমাজ এবং সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র এই সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন। তাই অনতিবিলম্বে কোরআন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

বর্তমানে এই দুটি প্রস্তাব অবিলম্বে কার্যে পরিণত করার জন্য আমি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহকে অনুরোধ জানাচ্ছি। যদিও বয়সের দিক দিয়ে পাকিস্তান দুনিয়ার একটি কনিষ্ঠ ইসলামী রাষ্ট্র, কিন্তু ইহাই দুনিয়ার বৃহত্তম মুসলিম ষ্টেট। তা ছাড়া পাকিস্তানের জন্মও হয়েছে ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে। তাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইউব খানকে আমার বিশেষ অনুরোধ, যেন তিনি ইসলামের খেদমত হিসাবে এই সমস্ত প্রস্তাব অবিলম্বে বিবেচনা করে দেখেন। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইসলামী রাষ্ট্রের সদর ও প্রধান (President and Head) হিসাবে তাঁর দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী। কাজেই তাঁরই কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রধান (Head)দের অথবা তাদের প্রতিনিধিদের, দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য ও সুবিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এবং সত্যিকার ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মুসলিম নেতাদের একটা মহাসম্মেলনে (Conference) এ আমন্ত্রণ করা। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এমন একটি Conference ডাকা হলে, প্রথম সম্মেলনেই তার সুফল দেখা দিবে। ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ তাদের মধ্যেকার ছোট খাট মতবিরোধ ও বড় বড় মনোমালিন্য (differences and diputes) দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে, সন্দেহ নাই। যদি ইসলামের বন্ধনে সকল মুসলিম রাষ্ট্রগুলি একত্রিত হয় এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হয় তা'হলে যে, কেবল মুসলিম জাহানের শক্তি ও শান্তিই ফিরে আসবে তাই নয়, তারা সমস্ত দুনিয়াতে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হবে। ইহা ধ্রুব সত্য।

www.ahlehadeethbd.org

মানবতার বৃহত্তম শত্রু মাদক দ্রব্য

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, কোরআন মজীদে মদ্য ও মাদক জাতীয় দ্রব্যের অনিষ্টকারিতার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া এবং উহাকে জঘন্য শয়তানী কাজরূপে বিঘোষিত করিয়া উহা পরিহার করিবার জন্য ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। হাদীস শরীফে মাদক দ্রব্যকে যাবতীয় খবীস কর্মের মাথা—অর্থাৎ সমস্ত অন্যায় ও জঘন্য কাজের মূল রূপে অভিহিত করা হইয়াছে।

মদ্যপান জঘন্য শয়তানী কাজ এবং সমস্ত অন্যায় কার্যের মূল হওয়ার তাৎপর্য এই যে, একবার উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে মদ্যপায়ী উহার দাসে পরিণত হয়, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। উহা পুনঃ পুনঃ পানের জন্য তাহার অর্থের প্রয়োজন হয়—গৃহে তাহার নিজস্ব অর্থ থাকিলে সে উহা নিঃশেষ করিয়া সর্বস্বান্ত হয়, নিজের অর্থ না থাকিলে গৃহে বাপ-মায়ের অর্থ চুরি করে, তাও না থাকিলে অপরের অর্থ অপহরণ করে। মদ্যপান গোপন করার জন্য সে মিথ্যা কথা বলে, লোকের সহিত ফাঁকি-বাজি ও প্রবঞ্চণার আশ্রয় গ্রহণ করে, ঘরের স্ত্রী এবং পুত্র কন্যাদের প্রতি দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত অবহেলা প্রদর্শন করে, উত্তেজনা এবং বুদ্ধির অবলুপ্তির মূহূর্তে তাহা-দিগকে মারধর করে, প্রতিবেশীকে গালিগালাচ করে এমন কি অনেক সময় খুন খারাবীও করিয়া বসে। মোটের উপর এমন কোন অপকর্ম নাই এবং এমন কোন অপরাধ নাই যাহা তাহার দ্বারা সম্পন্ন হয় না বা হইতে পারে না।

১৪ শত বৎসর পূর্বে আল্লার শাশ্বত কালাম পবিত্র কোরআন এবং রসূলুল্লাহর দঃ) হাদীসে মদ্য-সম্পর্কে যে সাবধান বাণী উচ্চারিত এবং যে মহা-অকল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, আজ দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পাশ্চা-ত্যের মনীষিবৃন্দ এবং চিকিৎসক ও বিজ্ঞান সাধকগণের কণ্ঠে অনুরূপ কথা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাই Lord Stamp এবং Snowdon এর মত রাজনীতিককেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, "যুদ্ধের ন্যায় আধুনিক সর্বনাশা ক্ষতিকর বস্তুর চাইতেও মানবতার নিকৃষ্টতর শত্রু হইতেছে মদ্য এবং মাদক জাতীয় দ্রব্য। মদ্য মানব সভ্যতাকেই আজ বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত! সভ্যতাকে এই ভীষণতম মারাত্মক মহামারীর কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে উহার বিরুদ্ধে এবং উহার সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি বিরাট নৈতিক অভিযান—একটি পবিত্র ধর্মীয় যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইবে।"

শুধু Stamp এবং Snowdonএর ন্যায় রাজনীতিকের কথাই নয়, মদ্য পানের বিভিন্নরূপী অশুভ পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণারত বহু সাধক এবং চিন্তাশীল মণীষী—তাহাদের গবেষণা প্রসূত ফলের সংখ্যা তথ্যের উপর বিভিন্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহা হইতে সামান্য কিছু আমাদের পাঠক সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছি:

যুক্তরাজ্যের বহু বিশ্রুত মনোবিজ্ঞানবিদ ও শিক্ষা-বিদ অধ্যাপক William McDougall তাঁহার The Energies of Man গ্রন্থে মদ্যপানের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া সম্পর্কে বলেন:

প্রকৃতিগত ভাবে যিনি খুব গম্ভীর, মম-মেজাজে যিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল, ভাবাবেগ দ্বারা যিনি মোটেই সঞ্চালিত হন না এমন লোককেও যদি তুমি আস্তে আস্তে কিছু কিছু করিয়াও মদ পান করিতে দাও তাহা হইলেও তাহার মনের গোপন কোণের সঞ্চিত ভাবরাশি প্রকাশের দিকে স্তরে স্তরে চাপ পড়িতে থাকিবে, অবশেষে যখন তাহার রক্তের ভিতর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মদ্যরস প্রবেশ করিবে তখন সে আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিবে

www.ahlehadeethbd.org

না। তখন সামান্য উৎসাহেই সে তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। তাহার আত্মসংযম শক্তি কোথায় ভাসিয়া যাইবে! তোমার খোঁচার প্রকার ভেদে সে কাঁদিবে, সে হাসিবে, সে ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবে অথবা সে সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাবে তাহার মনের গোপন পাতা তোমার নিকট খুলিয়া ধরিবে। সে তাহার গোপন কথা তোমার নিকট ফাঁস করিয়া দিবে, কোন্ বিষয়ে তাহার কতটুকু শক্তি তাহাও প্রমাণ করার চেষ্টা সে করিবে। (অষ্টম সংস্করণ, ১৮১—১৮২ পৃষ্ঠা)

এই ত গেল মদ্যপানের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা। শরীর ও শারীর যন্ত্রের উপর উহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে McDougal তাঁহার Physiological Action of Alcohol on the Human Organism পুস্তকের Nervous System অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, মদ্য ও মাদক জাতীয় দ্রব্য প্রথমতঃ মস্তিষ্কের উপরস্থ সংযোগ স্থলে উহার ক্রিয়া বিস্তার করিয়া উপর হইতে নীচের দিকে মস্তিষ্কের অনুভূতি শক্তির চলাচল পথ রোধ করিয়া দেয়—ফলে নিম্নতর স্তরগুলির সচলতা ও ক্রিয়াশীলতা স্তব্ধ হইয়া যায়। (১৮২ পৃষ্ঠা)

তাহার এই উক্তির ব্যাখ্যা করিয়া তিনি পুস্তকের অন্যত্র বলেন, মাদক জাতীয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে গ্রহণের ফলে মদ্যপায়ীর মস্তিষ্কের উপর স্তর হইতে নিম্নস্তরের ক্রিয়াশীলতার ক্রমাংশিক অবলুপ্ত ঘটিতে থাকে। পরিণামে মন ও মস্তিষ্কের উচ্চতম ক্রিয়া—ভালমন্দের পার্থক্যকারী আত্মসচেতনতা, বিচার ক্ষমতা ও যুক্তিশীল মানস প্রকৃতি সে হারাইয়া ফেলে। ফলে মস্তিষ্কের চারি স্তরের উচ্চতম স্তরটি অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। তাঁহার অবস্থার সহিত তখন উচ্চ শ্রেণীর পশুর তুলনা চলিতে পারে। ঐরূপ পশুর ন্যায় তখন সে অনুভূতির নিম্নতর ৩ স্তরের সাহায্যে কেবল দর্শন শ্রবণ, স্পর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণহারা সীমিত সাড়া দিতে পারে। মাদক দ্রব্যের আরও বর্ধিত ব্যবহারে তাহার স্নায়ুতন্ত্রের সাড়া জাগরণকারী শক্তি অধিকতর ব্যাহত হয় কিন্তু তখনও চেষ্টা করিলে তাহার স্নায়ুতন্ত্রে ক্ষুদ্রতর প্রাণীর অনুরূপ প্রচণ্ড ও স্থূল সাড় জাগ্রত করা সম্ভব। আরও অধিক মাদকতায় সে তাহার চেতনা সম্পূর্ণ ভাবে হারাইয়া ফেলে এবং বেহুশ ভাবে পড়িয়া থাকে, তখন স্নায়ুতন্ত্রের সর্বশেষ স্তরের শক্তি দ্বারা তাহার জীবন ধারা রক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। আরও বর্ধিত পরিমাণে যদি সে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে তখন স্নায়ুতন্ত্রের সর্বশেষ স্তরটির সহ্য সীমাও অতিক্রান্ত হইয়া উহা মারাত্মকভাবে বিকল হইয়া পড়ে। ফলে তাহার হৃদপিণ্ডে অথবা ফুসফুসের উপর উহার অপপ্রভাব বিস্তৃত হয় এবং উহার নিয়মিত ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে। (২২০—৩২২ পৃঃ)

পূর্বকালের ন্যায় এখনও একদল লোক রহিয়াছে যাহারা এই ধারণা পোষণ করিয়া থাকে যে ক্ষেত্র বিশেষে মদ ঔষধের কাজ করিয়া থাকে—কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছেন, মদ রোগের ঔষধ নয়—বরং উহা স্বয়ং একটি রোগ। আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই মহা উন্নতির যুগে দীর্ঘকাল গবেষণারত বড় বড় চিকিৎসকদের মুখে মহানবীর (দ) মহাবাণীর প্রতিধ্বনিই আমরা শুনিতে পাইতেছি। অবশ্য যাহার শুনার মত কাণ আছে কেবল তাহারাই উহা শুনিতে পায়, যাহাদের দেখার মত চোখ আছে তাহারাই বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকা ঘাটিয়া উহা দেখিতে পায় এবং যাহাদের বুঝিবার মত বুদ্ধি ও জ্ঞান রহিয়াছে তাহারাই উহা বুঝিতে পারে।

বিগত ৬০।৭০ বৎসর যাবৎ দীর্ঘ গবেষণার পর পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত সেরা বিশেষজ্ঞ এ সম্পর্কে এখন একমত যে, মদ্যপানের অভ্যাস একটি মনুষ্য অর্জিত রোগ বিশেষ এবং মদ্যপায়ী একজন মারাত্মক রোগী। Doctor Robert V. এর মতে "It is an illness of the whole man, including his soul", ইহা আত্মা সহ গোটা মানুষেরই রোগ। যে কোন কারণেই কেহ মদ্যপান করা শুরু করুক, একবার আরম্ভ করিলে অভ্যাস পরিত্যাগ করা প্রায়

www.ahlehadeethbd.org

অসম্ভব। এই বদ অভ্যাস পাশ্চাত্য দেশের লোক দিগকে কিরূপে পাইয়া বসিয়াছে তাহা একটি মাত্র দেশের মদ্যপায়ীর সংখ্যা হইতে আঁচ করা যাইতে পারে। এক পরিসংখ্যান অনুসারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপায়ীর সংখ্যা ৫ কোটী। এই ৫ কোটী মদ্যপায়ীর মধ্যে ৩০ লক্ষ লোক এমন রহিয়াছে যাহারা মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার এই ৩০ লক্ষ অতিরিক্ত মদ্যপায়ীর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৫ লক্ষ!

কিন্তু অপর দুইজন বিশেষজ্ঞ—ইয়াল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনস্তত্ত্বের গবেষণাগারের ডিরেক্টর এবং কোয়ার্টারলী জার্ণেল অব ষ্টাডিজ অব এলকহল পত্রিকার সম্পাদক Dr. Howard W. Haggard M. D এবং ইয়াল সেমিনার অব এলকহল স্টাডিজের ডিরেক্টর Prof. E. M Jellinek এর হিসাব মতে যুক্তরাষ্ট্রের কমপক্ষে ৬ কোটি লোক মদ্যপানে অভ্যস্ত। তন্মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক মদ্যপানের নেশায় বিভোর! এই সব নেশাগ্রস্ত মদ্যপায়ীদের মধ্যে ৭॥ লক্ষ লোক অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাহাদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

অপর এক বিশেষজ্ঞ মদ্যপানের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষয় ক্ষতির হিসাব খতিয়ান করিয়া বলিয়াছেন, মদ্যপায়ীদের অসুস্থতা অথবা সাময়িক কর্ম অক্ষমতার দরুণ এক বছরে তাহাদের রোজগারের ক্ষতির পরিমাণ হয় মোট ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার, মদ্যপান জনিত অপরাধের জন্য সরকারকে খরচ করিতে হয় ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, মদ্যনেশার ফলে যেসব দুর্ঘটনা ঘটে তাহার ক্ষতির পরিমাণ হইতেছে ৮কোটি ৯০ লক্ষ ডলার। ইহাদের চিকিৎসা এবং ঔষধ পত্রের জন্য ব্যয় হয় ৮৩ কোটি ১০ লক্ষ ডলার আর মাতাল অপরাধীদের জেলে ভরণ পোষণের জন্য রাষ্ট্রের কোষাগার হইতে ব্যয় করিতে হয় ৮২ কোটি ৫লক্ষ ডলার। এতদ্ব্যতীত মাতাল লোকের পরিবারে ভাঙ্গন, মাতালের মানসিক বিকৃতি এবং শরীরের স্বাস্থজনিত যে সব ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয় তাহার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য।

সমাজতত্ত্ববিদ Dr. Seldom D. Bacon মাতাল স্বামীদের স্ত্রী বেচারীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের স্বামীদের মদ্যপানাসক্তির জন্য একটি অত্যন্ত তিক্ত, হতাশগ্রস্ত এবং বিপর্যস্ত জীবনের দুঃসহ বোঝা টানিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এইরূপ পানাসক্ত স্বামীর সহিত দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিতে হইলে স্ত্রীর পক্ষে অতি-মানবিক ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। এই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা যেহেতু স্বাভাবিক নয় সেইহেতু পাশ্চাত্য জগতে দাম্পত্য বিরোধ এবং পারিবারিক অশান্তি আজ এত ব্যাপক ও এত ভয়ঙ্কর!

এই ভয়ানক পানাসক্তি মেয়েদের স্নায়ুতন্ত্র এবং মনের উপর অতিরিক্ত অপপ্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মদ্যপানে অভ্যস্ত মেয়েদের মন মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠে, তাহাদের লোভলালসা ও কাম প্রবৃত্তি বর্ধিত ও উত্তেজিত হয় আর তাহারা মূর্ছা রোগে প্রায়সঃ আক্রান্ত হইতে থাকে। Charles E. Ransgate এর মতে "She becomes a spitting and slovenly animal incapable of anything but the sordid —a disgrace to herself, to her sex and to society" সে থুথু বা লালা নিঃসারী একটা নোংরা পশুতে পরিণত হয়, নীচ প্রবৃত্তি ও লালসার নিকট আত্মসমর্পণ ছাড়া তাহার কোন উপায়ন্তর থাকে না —সে নিজের নিকট, নারী জাতির নিকট এবং সমাজের নিকট একটি কলংকে পরিণত হয়।

মদ্যাসক্ত নারী ও পুরুষ শুধু নিজেদের জীবনে মদ্যপানের কুফল ভোগ করিয়াই রেহাই পায় না। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে অনেক সময় গর্ভীনী স্ত্রীর গর্ভপাত হইয়া যায়। Dr. Sullivan সন্তানের উপর পিতামাতার মদ্যপানের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে মদ্যপায়ীর সন্তান-দিগকে সামান্য বিকার গ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অকাট নির্বোধ সন্তানেরও সাক্ষাত পাওয়া যায়। মদ্যপায়ীদের সন্তান বহু ক্ষেত্রেই চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

মানব দেহ এবং সন্তান সন্ততির উপর মদ্যপানের

www.ahlehadeethbd.org

মারাত্মক কুফল এবং ও রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষয় ক্ষতি ছাড়াও মদ্যপায়ীদের চাহিদা মিটাইবার জন্য দেশের কৃষি সম্পদের যে অপব্যবহার করা হয় তাহাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আজ দুনিয়ার কোটি কোটি লোক যেখানে দুই বেলা আহার সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করিয়া অপুষ্টি এবং পুষ্টির অভাব জনিত রোগ ব্যধিতে জর্জরিত হইয়া অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে সেখানে লক্ষ লক্ষ একরে উৎপাদিত কোটি কোটি মণ আঙ্গুর, গম, চিনি প্রভৃতি মদ্য ও মাদক জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত কার্যে অপচয় করিয়া ফেলিয়া ক্ষুধিত মানবতার প্রতি মিষ্ঠুর উপহাস প্রদর্শন করা হইতেছে। ইংল্যাণ্ডের এক কেন্টে প্রদেশেই ১২,৬৪৪ একর জমিতে এই উদ্দেশ্যে মদের কাঁচামাল উৎপাদন করা হয়। ফ্রান্স ও আলজিরিয়ায় বিপুল পরিমাণ উর্বর ক্ষেত্রগুলি এই মদের জন্য আঙ্গুর উৎপাদন ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। পাকিস্তানও এই ব্যাপারে পশ্চাৎপদ নহে। খাদ্য সমস্যা এখানে যতই উৎকট আকার ধারণ করুক মাদক দ্রব্যের উপকরণের উৎপাদন অব্যাহত গতিতে চলিতেছে।

মদ্যপানের এইরূপ মহা অপকার এবং ব্যাপক ক্ষতির কথা চিন্তা করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একবার আইন পাশ করিয়া উহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাহাদের ধর্মের সহিত উক্ত নিষিদ্ধতার কোন সংযোগ না থাকার সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইউরোপের ফ্রান্স এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে মদ এক প্রকার পানির মতই ব্যবহার করা হয়। ফলে জাতীয় জীবনে উহার মারাত্মক কুফল গত মহাযুদ্ধের পরাজয় বরণ এবং বহুবিধ সামাজিক উৎকট সমস্যার ভিতর দিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। ফরাসী দেশের শাসন কর্তৃপক্ষ সেই সব সঙ্কট ও সমস্যার কবল হইতে রাষ্ট্র ও সমাজকে রক্ষার জন্য ইদানিং মদের উপর কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভারতে মদ্য পান আইন করিয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং কয়েকটি প্রদেশে উহা বেশ কার্যকরী ও সুফল প্রসব করিয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ইসলামের নামে অর্জিত আর কোরআন ও হাদীসের বিধান কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ পাকিস্তানে মদ্য ও মাদক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার আইন করিয়া বন্ধ করা তো দূরের কথা, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এই নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবহারে পাকিস্তান শনৈ শনৈ আগাইয়া চলিয়াছে।

ইসলাম কর্তৃক অত্যন্ত ক্ষতিকর বলিয়া কথিত ও কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ এবং পাশ্চাত্যের বড় বড় চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক ও মনীষিবৃন্দ কর্তৃক নিন্দিত আর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ফলাফলের দিক দিয়া মারাত্মক রূপে প্রমাণিত মদ্য ও মাদক জাতীয় দ্রব্যের প্রতি 'ইসলামী' রাষ্ট্র পাকিস্তানের বহু সংখ্যক অধিবাসীর উৎকট আকর্ষণ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রতিবেশী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষ যেখানে মদ্য পানের নিষেধমূলক আইন পাশ হইয়াছে এবং বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যে উহা কার্যকরীও হইয়াছে সেখানে আমাদের রাষ্ট্র সরকার এই ব্যাপারে শুধু নির্লিপ্তই নয়, পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে উৎসাহও দিয়া আসিতেছে। ব্যাপারটা শুধু চরম দুঃখেরই নয়, অতিশয় লজ্জাকরও বটে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাদক জাতীয় দ্রব্যের প্রস্তুতি, ব্যবহার ও আমদানীতে আমাদের দেশ কিরূপ প্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে নিম্ন বর্ণিত পরিসংখ্যান হইতে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে।

বিগত ৩১শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে এক প্রশ্নের জওয়াবে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বিদেশ হইতে আমদানীকৃত মদ্য সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ :

সাল	আমদানীকৃত মদের মূল্য
১৯৪৮-৪৯	২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা
১৯৪৯ ৫০	২১ " ৮৬ " "
১৯৬০	৩০ " ৪৯ " "
১৯৬১	৩১ " ৬১ " "
১৯৬২	৩৭ " ৭০ " "

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেশী ও বিদেশী মদের মিলিত ব্যবহার সম্পর্কে The Statistical Bulletin এ নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে :

মদের প্রকার	১৯৪৭ স্বাধীনতার সূচনায়	১৯৫৯ একযুগ পর
বিয়ার	১৪৪,৬০০ গ্যালন	৩১৫,১৭৯ গ্যা:
বিদেশী মদ	৫,০০০ "	৭১,৮৪৯ "
দেশীয় মদ		৮২,০৯১ "
ঔষধিত মদ	২,৭০০ "	১৩,৭৮৬ "

১৮৬১ সালের ৮ই আগষ্টের এক খবরে প্রকাশ করাচীতে দৈনিক ৭০ হাজার টাকা মদের জন্য ব্যয়িত হয়। উক্ত শহরে ৪৮০ বোতল বিদেশী মদ এবং ২৪০০ বোতল বিয়ার দৈনিক পান করা হয়। মোট প্রয়োজনের ২০ ভাগ মদ আসে বিদেশ হইতে, বাকী ৮০ ভাগ প্রস্তুত হয় দেশে। ১৯৬১ সালের ৩০শে অক্টোবর পুলিশ করাচী শহরের ১৮০টি গুপ্তস্থানে হানা দিয়া ২৮ লক্ষ টাকার মাদক জাতীয় স্বাস্থ্য-হানিকর ঔষধ আবিষ্কার করে। পুলিসের বিবরণে প্রকাশ, মাদক জাতীয় দ্রব্যের বর্ধিত ব্যবহারের ফলেই শহরের অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়া চলিয়াছে।

এক লাহোর শহরেই ৫ হাজার লোককে সরকার মদ্যপানের ছাড়পত্র মনজুর করিয়াছেন। পারমিট ছাড়াও ক্লাব ও বারে বহু সংখ্যক লোক মদ্যপান করিতে অভ্যস্ত। পশ্চিম পাকিস্তানে ৩২৮টি মনজুরী-কৃত মদের দোকান রহিয়াছে। লাহোরের পারমিট প্রাপ্ত মদ্যপায়ীদের মধ্যে অমুসলমানের সংখ্যা ৮৫০, বাদবাকী ৪০৩৫ জনই মুসলমান! পেশোয়ারে মদ ক্রয়ে বেশী বেগ পাইতে হয় না। এখানে মদকে চায়ের মত জনপ্রিয় করিয়া তোলার জন্য গানের সাহায্য লওয়া হইতেছে।

পূর্ব পাকিস্তানও পশ্চাতে পড়িয়া নাই। রাজধানী ঢাকায় বিশেষ ধরণের ক্লাব সমূহের কল্যাণে 'উচ্চতর' মহলে মদের নেশা ক্রমেই সংক্রামিত হইতেছে। "আজ কাল পুরুষের সঙ্গী হিসাবে কোন কোন উচ্চ ঘরের মেয়ে ক্লাব ইত্যাদি স্থানে যাইয়া মদ ইত্যাদিকেও ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।" উচ্চ ঘরের বয়স্কা মেয়েদের দেখাদেখি এখন মধ্যবিত্ত ঘরের কিশোরী বালিকারাও মদ্য পানে আসক্ত হইয়া পড়িতেছে। পূর্বে ইহারা তাহাদের যুবক বন্ধুদের সংগে একত্রে বার প্রভৃতিতে আসিয়া মদ্য পানে অভ্যস্ত হয়। এখন ভয় ভাঙিয়া গিয়াছে, পুরুষ সংগী ছাড়াও কিশোরী ও বালিকারা এই সব স্থানে নির্ভয়ে আসে, ফুর্তির সঙ্গে শরাবান খবীসা পান করিয়া যায়। তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগ হইতে ১৫তে উঠিয়াছে।

পাকিস্তানের আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান পি, আই, এ বিমানে লাহোর করাচীর যাত্রিদের নিকট বিমানবালারা আসিয়া নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে, "কিয়া আপ শরাব পিয়েঙ্গে?" কোন অরসিক যাত্রী প্রশ্ন উথাপন করিলে উত্তর আসে, "যাত্রীদের মধ্যে কে মদ পান করবে, কে করবেনা জানিয়া লওয়া আমার কর্তব্য।" এই কর্তেব্য কার্যে আপনি বিস্ময় বোধ করিয়া যদি ভুলেও দু একটি মন্তব্য করিয়া বসেন, তাহা হইলে আপনি কর্তব্যরত বিমানবালার কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবেন এবং এ জন্য আপনাকে বিমান অধ্যাক্ষের কিছু নছিহত হজম করার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে!

ইহা হিন্দুদের ভারত নয়, খৃষ্টানদের মার্কিন মূলুক নয়, নিরীশ্বরবাদীদের সোবিয়েত রিপাবলিকও নয়—ইহা মুসলমানদের বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত, কোরআন ও হাদীসের বিধান রূপায়ণে প্রতিশ্রুত পাক-ওয়াতন পাকিস্তান!

এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? শুধু কি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী, নেশাখোর মাতাল, ক্লাব বারে যাতায়াত কারী মদ্যাসক্ত নর নারী? এ ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন সরকার কি তাহাদের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন?

পরিতাপের বিষয় মুসলিম জনবৃন্দও এ ব্যাপারে নীরব ও নিলিপ্ত, তাহাদের প্রতিনিধিবৃন্দ রাজনৈতিক ঝগড়া ফসাদ এবং ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে অতি ব্যস্ত। আলেম সমাজের বেশীর ভাগ নিষ্ক্রিয়!

কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন এজন্য আল্লার ক্রোধ ও রোষবহ্নি যদি মারাত্মক আকারে মূর্ত হইয়া দেশের উপর নামিয়া আসে, কেহই রেহায় পাইবে না। তদুপরি পারলৌকিক জীবনে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে ও কৈফিয়ত দিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

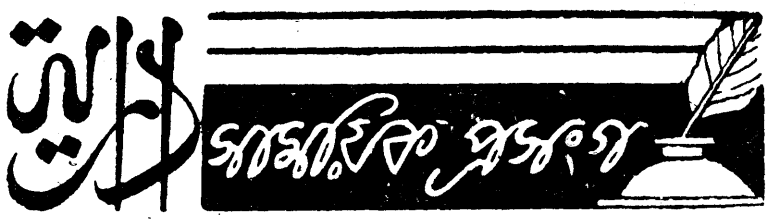

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ঝড়-তুফান, মহামারী

নানা প্রকার দুর্যোগ-দুর্ঘটনা—ঝড়-ঝঞ্ঝা, বাত্যা প্লাবন ক্রমাগত একটার পরে একটা পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। কলেরা-বসন্ত মহামারীর আকার ধারণ করিয়া মাসের পর মাস বিপুল সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানীর প্রাণ-নাশ করিয়া চলিয়াছে। তদুপরি সমুদ্র-স্ফীতি-বন্যা, ঘূর্ণিবায়ু প্রভৃতির কবলে পড়িয়া পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা একেবারে সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছে। ১৯৬০ ও ৬১ সালে চট্টগ্রাম, কক্সবাযার, ফেনী, বরিশাল প্রভৃতি এলাকা দিয়া যে প্রলয়ঙ্কর ঝড়-ঝঞ্ঝা বহিয়া যায় তাহার ভয়াবহ স্মৃতি মুছিতে না মুছিতেই আবার বিগত ২৮শে মে আর একটি অধিকতর ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এলাকায় ধ্বংস ও ক্ষয় ক্ষতির এক অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রাখিয়া গেল! দুর্ঘটনাটি অসংখ্য লোক ও গবাদি পশুকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ না করিয়াও শুধু সংবাদপত্রে ও লোক মুখে উহার বিবরণ শুনিয়াই স্তম্ভিত হইতে হয়—শরীর রোমাঞ্চিত হয়—প্রাণ শিহরিয়া উঠে। শস্যহানি, ধনহানির ব্যাপার তো স্বতন্ত্র। কত মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত, শত শত স্মৃতি-বিজড়িত কত সম্পদ যে বিনষ্ট হইয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে! সর্বোপরি যে সকল জীবন্মৃত, বিকলাঙ্গ, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবিত মানুষ দুনয়ার বুকে রহিয়া গিয়াছে তাহাদের অবস্থা কী নিদারুণ! কী হৃদয় বিদারক!

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে, "কেন এমন হয়? আল্লাহ তা'আলা তাঁহার আশরাফুল্-মখলুকাতকে এত নির্মমভাবে কেন নিষ্পেষিত করেন? রহ্মানুর-রহীমের এ আবার কোন রহমত?

এ সকল প্রশ্নের জওাব আল্লার কালামে ও নবী সঃ-র হাদীসে মওজুদ রহিয়াছে। আমরা স্থানাভাব বশতঃ শুধু আল্লার কালামের জওাবগুলি এক এক করিয়া উল্লেখ করিতেছি:

কুর্আন মজীদের কয়েকটি আয়াতের মর্ম প্রথমে পেশ করিতেছি।

১। স্থলে ও সমুদ্রে যে সকল বিপর্যয় প্রকাশ পায় তাহার কারণ মানুষের দুষ্কৃতি ও অপকর্ম। আর তাহার উদ্দেশ্য: মানুষকে তাহাদের কর্মের আংশিক-ভাবে শাস্তি-ভোগ করাইয়া তাহাদিগকে সৎ পথে আনয়ন।—সূরা আর্-রূম, ৪১ আয়াত।

২। মানুষ যে সকল দুর্কর্ম করিয়া থাকে তাহার পরিপূর্ণ শাস্তি আল্লাহ যদি এই দুনিয়াতেই দেওয়া স্থির করিতেন তাহা হইলে ঐ শাস্তি এত ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিত যে, তাহার ফলে আল্লাহ মানুষকে তো নিশ্চিহ্ন করিতেনই; অধিকন্তু মানুষের পাপের শাস্তি দিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা কোন পশুকেই জীবন্ত ছাড়িতেন না। কিন্তু আল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

তা'আলা তাহাদের শাস্তি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখেন বলিয়াই দুনিয়ার তামাম মানুষ ও পশ্বাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না।—সূরা ফাতির, ৪৫ আয়তে।

৩। আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি তখন আমার নির্দেশক্রমে ঐ জনপদের গণ্য-মান্য, সম্ভ্রান্ত, ধনী নেতৃস্থানীয় লোকেরা অপকর্মে লিপ্ত হইয়া পড়ে। অনন্তর, ঐ জনপদবাসীদের প্রতি আমার শাস্তি অবধারিত হইয়া উঠে এবং আমি ঐ জনপদবাসীদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলি।—সূরা বনী ইসরাইল ১৬ আয়াত।

উল্লিখিত আয়াতগুলি হইতে জানা যায় যে, বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, রোগ-ব্যাধির মহামারী ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার শাস্তিবিশেষ। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল আযাবের কারণ মানুষের অপকর্ম। তৃতীয়তঃ, ঐ আযাবসমূহ অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য মানুষকে অপকর্ম পরিত্যাগ করাইয়া তাহাদিগকে সৎপথে ফিরাইয়া আনা। চতুর্থতঃ, গণ্য-মান্য, সম্ভ্রান্ত ধনী নেতৃস্থানীয় লোকদের অপকর্ম এ সবের জন্য মূলতঃ ও প্রধানতঃ দায়ী। পঞ্চমতঃ, মানুষের অপকর্মের তুলনায় এই শাস্তিগুলি নগণ্য ও সামান্য।

উল্লিখিত বিপদ-আপদগুলি আল্লাহ তা'আলা যে কোন মুহূর্তে মানুষের প্রতি পাঠাইতে পারেন। কাজেই মানুষকে সকল সময়ে সকল অবস্থায় ন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। এই মহাসত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা যাহা বলেন তাহার সারমর্ম এই:—

১। লোক আসমানে ও যমীনে আল্লার বহু নিদর্শন দেখিয়াও আল্লার অস্তীত্ব অস্বীকার করিয়া বসে। অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা এই যে, তাহারা মুশরিক থাকিয়াই ঈমানের কলেমা উচ্চারণ করে। আল্লার শাস্তিসমূহের কোন এক সর্বগ্রাসী ব্যাপক শাস্তি তাহাদিগকে যে কোন মুহূর্তে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, অথবা কোন আলামত চিহ্ন না দেখাইয়াই কিয়ামতের প্রলয়ঙ্কর অবস্থা তাহাদের প্রতি হঠাৎ আপতিত হইতে পারে—এ সম্পর্কে মানুষের নিশ্চিন্ত থাকা অসঙ্গতঃ ও অন্যায়।—সূরা য়ূসুফ ১০৭ আয়াত।

২। সমুদ্রে জলযানে থাকাকালে যখন সামান্য বিপদের আলামত দেখা দেয় তখন জলযানের আরোহীগণ একমাত্র আল্লাহকেই ডাকিতে থাকে। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা যখন তাহাদিগকে নাজাত দেন এবং তাহারা নিরাপদ স্থানে নামিয়া আসে তখন তাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া যায়। বাস্তবিকই মানুষ অকৃতজ্ঞ।

তারপর স্থলে নামিয়া ঐ উপকূলে অবস্থান-কালেই আল্লাহ তা'আলা তাহার পায়ের নীচের মাটি ধ্বসাইয়া তাহাদিগকে জীবন্ত প্রোথিতও করিতে পারেন, অথবা তাহাদের প্রতি ঝড়-ঝঞ্ঝা পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধ্বংসও করিতে পারেন; অথবা কোন অভাবনীয় অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে আবার জলযানে আশ্রয় লইতে বাধ্য করতঃ আবার ঝড়-তুফান উঠাইয়া তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিতে পারেন। সূরা বনী ইসরাঈল, ৬৭—৬৯ আয়াত।

৩। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পায়ের নীচের মাটি ধ্বসাইয়া তোমাদেরে জীবন্ত প্রোথিতও করিতে পারেন; আবার উপর দিক হইতে ঝড়-ঝঞ্ঝা পাঠাইয়া তোমাদেরে বিধ্বস্তও করিতে পারেন।—সূরা আল্-মুল্ক ১৬-১৭ আয়াত।

৪। জনপদের অধিবাসীগণ রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকাকালে তাহাদের প্রতি আমার আযাব আপতিত হওয়া সম্ভব।—আল্-আ'রাফ, ৯৭-৯৮ আয়াত।

৫। যাহারা জঘন্য প্রকার ফন্দী-ফিকির করিয়া থাকে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের পায়ের নীচের মাটি ধ্বসাইয়া তাহাদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করিতে পারেন; তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের প্রতি অপর কোন আযাবও আপতিত করিতে পারেন; তাহারা কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকাকালে আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরে পাকড়াও করিতে পারেন অথবা তাহাদেরে প্রথমে ভয় দেখাইয়া পরে আযাবে গ্রেফতারও করিতে পারেন।—সূরা আন্-নহ্ল্, ৪৫-৪৭ আয়াত।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানুষকে এই হুশ্‌য়ার বাণী শোনান যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে কোন মুহূর্তে মানুষকে দুর্যোগ দুর্ঘটনার কবলে নিক্ষেপ করিতে পারেন। কাজেই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য এই যে, সে যেন সদা সর্বদা ন্যায়কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে।

এই সকল দুর্যোগ-দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কেহ কেহ মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন যে, বিপদ-আপদ চিরকালই আসিয়াছে, বর্তমানে আসিতেছে ও ভবিষ্যতেও আসিতে থাকিবে। ইহা চিরন্তন সত্য। কাজেই সৎ পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেই যে বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-দুর্ঘটনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়?

এ প্রশ্নের যে উত্তর আল্লাহ তা'আলা সূরা আল্-আ'রাফের ৯৫ আয়াতে দিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে, যাহারা কাফির তাহারাই এই প্রকার উক্তি করিয়া থাকে। আর যাহারা এই প্রকার মনোভাব পোষণ করে তাহাদিগকেই আল্লাহ তা'আলা অতর্কিতে পাকড়াও করিয়া থাকেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত সূরা 'আল্ কলম' এর ১৭—৩৩ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

দুর্যোগ-দুর্ঘটনার হাত হইতে মুক্তির উপায়

সূরা 'নূহ'-এর ১০—১২ আয়াতে নূহ আঃ-র কওমের বিবরণ দান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা দুর্যোগ-দুর্ঘটনার হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় বাতলাইয়া দিয়াছেন। ঐ আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অনাবৃষ্টি, ফলহানি, সন্তানক্ষয়, ব্যবসায়ে ক্ষতি, নদী ভরাট হইয়া জলযান চলাচলের অযোগ্য হওয়া প্রভৃতি বিপর্যয়সমূহের মূলে রহিয়াছে মানুষের অপকর্ম, মানুষের অর্জিত পাপরাশী। তাই সর্বান্তকরণে, অকপটচিত্তে নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিপদসমূহ দূর করিয়া দিবেন।

নবী করীম সঃ-র যমানা হইতে আজ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, সময় মত বৃষ্টি আরম্ভ না হইলে ধার্মিক মুসলিম দল মাঠে গিয়া আল্লার দরবারে তওবা ইসতিগফার করতঃ পানির জন্য করুণ আবেদন জানাইয়া থাকে এবং তাহার ফলে আল্লাহ তা'আলা পানি দিয়া থাকেন। ঝড়-ঝঞ্ঝার আগমনে অনবরত আযান দিতে থাকিলে ঝড়ের প্রকোপ ক্রমশঃ কম হইতে হইতে ঝড় থামিয়া যায়—ইহাও অগণিত দফায় দেখা গিয়াছে।

ঝড় ঝঞ্ঝা, বন্যা প্লাবন, মড়ক মহামারী প্রভৃতি দৈব দুর্যোগের কোরআন নির্দেশিত কারণ এবং উহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় বর্ণিত হইল। রসূলুল্লাহর পবিত্র হাদীসেও উহার পূর্ণ সমর্থন এবং ব্যাখ্যা মিলিবে।

এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত লোকের উপরোক্ত কারণ এবং পরিত্রাণের উপায়ের উপর আস্থা না থাকিতে পারে কিন্তু মুমেন মুসলিমকে উহা বিশ্বাস করিতেই হইবে।

আমরা দুনিয়ার বুকে আল্লার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি—আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ। সৃষ্টির সেরা হইলেও জ্ঞান আমাদের সীমাবদ্ধ, ভ্রান্তি আমাদের পদে পদে। আমরা খোদার গোনাহ্‌গার বান্দা। আমাদের ভ্রান্তি নিরসন এবং ভবিষ্যতে সৎভাবে জীবন পরিচালনার জন্য তিনি হুশয়ারী স্বরূপ আমাদের পাপের তারতম্য অনুসারে আমাদিগকে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কষাঘাতে সচেতন করিয়া তুলিতে চান।

এবারের নিদারুণ কষাঘাতের পর আমাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হওয়া উচিত। আমাদের শত বিধ পাপ ও অনাচারের জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা উচিত যে আমরা জ্ঞানতঃ আর পাপ করিব না। ইহাকেই বলে তওবা। এই রূপ তওবার ফলে, আশা করা যায় ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদিগকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাকের কবল হইতে রক্ষা করিবেন।

পরিশেষে দেশবাসী—বিশেষ করিয়া দেশের অবস্থাপন্ন লোকদের নিকট আমাদের আরয এই যে, আল্লাহ তা'আলার এই আযাবের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে নিজ নিজ সাধ্য মত সাহায্য করিবেন।

ঝড়ের ক্ষয় ক্ষতির পর আজ যেসব লক্ষ লক্ষ লোক জ্যান্তে-মরা তাহাদের বাঁচার জন্য আজ প্রচুর অর্থ, বস্ত্র, ঔষধ পথ্য, খাদ্য ও গৃহ নির্মাণের উপকরণ একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন এত অধিক ও এত ব্যাপক যে, শুধু সরকারী সাহায্য যথেষ্ট নয়। মনে রাখা প্রয়োজন, দুঃস্থ মানবতার খেদমত ও কল্যাণ সাধনের মত পুণ্য কাজ আর নাই। ইহাই ইসলামের বিধান—মানবতার দাবী।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার ৯৬৩

মার্চ মাস

যিলা ময়মনসিংহ

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৮। মোহাঃ বছির উদ্দীন মুন্শী সাং গায়েশপুর পোঃ দুল্লা ফিৎরা ৭'৮৮ ৯। হাজী মোহাঃ তমিজউদ্দীন মোল্লা সাং কুকুরিয়া পোঃ খাস শাহাজানী ফিৎরা ২৫৲ ১০। মোহাঃ দারগ আলী সরকার সাং ইসাপাশার চর পোঃ চৌবাড়িয়া ফিৎরা ৬০৲ ১১। আবদুল হামীদ সাং বড়পাখিয়া পোঃ দিলভর, টাঙ্গাইল ফিতরা ৩৲ ১২। হাজী আবদুল জলিল সাং কাজাই কাটা পো চন্দ্রকোনা ফিৎরা ২০৲ ১৩। মোহাঃ নূরুল ইসলাম সাং চর শ্রীকলদী পোঃ অম্বিকাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ১৪। এইস, কাদের মোহাম্মদ সরকার সাং কুতুববাড়ী পোঃ ভরুয়া খালী ফিৎরা ৪৪৲ ১৫। মোহাঃ নূরুলহক সাং ও পোঃ গুয়াডাঙ্গা ফিৎরা ৫৲ ১৬। মোহাঃ ইয়াকুব আলী মুন্শী শেখ বাড়ী পোঃ ভরুয়া খালী ফিৎরা ১৩৲ আমিরউদ্দীন মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৩৲ ১৮। হাজী মোঃ আবদুল কাদের পোঃ উলিয়া বাজার ভায়া ইসলাম ফিৎরা ৬৲ ১৯। হাজী মোঃ আশরাফ আলী সাং চর নিয়ামত পোঃ গুয়াডাঙ্গা ১৪'৭৫ ২০। হাজী ইয়াকুব আলী সরকার সাং এলটিয়া পোঃ পাথরাইল টাঙ্গাইল ফিৎরা ৯৲ ২১। মোহাঃ শরিকউদ্দীন মুন্শী সাং ইদিলপুর পোঃ ভরুয়াখালী ফিৎরা ৩৭৲ ২২। কফিলউদ্দীন আহমদ পোষ্টমাষ্টার নারায়ণ খোলা ফিৎরা ১০৲ ২৩। মোহাঃ বিলায়েত আলী সরকার সাং শিমলতাইর পোঃ শারিষাবাড়ী ফিৎরা ১৭.২৫ ২৪। মওঃ আবদুল কাদের সলফী সাং কুকুরিয়া পোঃ খাসশাহাজানী ফিৎরা ৭৭৲ ২৫। হাজী মোঃ মফিযউদ্দীন সাং কালিয়ান পোঃ কাউলজানী ফিৎরা ৫৲ ২৬। মোঃ মোহাঃ তোরাব আলী সাং ও পোঃ ডাকাতিয়া ফিৎরা ১২৲ ২৭। মোঃ আবদুস সবুর সাং জায়খালী পোঃ গুণারীতলা ফিৎরা ৩৲ ২৮। মোহাঃ আবদুস সবুর মোল্লা সাং দিয়ারু গরু পোঃ আনুহলা, টাঙ্গাইল এককালীন ১০৲ অন্যান্য ২৲ ২৯। মোঃ ছানাউল্লাহ মিঞা সাং কাকুয়া পোঃ কাকুয়া টাঙ্গাইল ফিৎরা ৫০৲।

অফিসে আদায়

২৯। মওলানা আহমদ হোসেন সাং চিথলিয়া পোঃ ভরুয়াখালী ফিৎরা ১০৲ ৩০। মোঃ কলিমুদ্দীন মুন্শী সাং কুতুববাড়ী ফিৎরা ৪৲ ৩১। আলহাজ মোঃ শহরউল্লাহ সাং মাদারপুর ফিৎরা ২৲।

আদায় মারফত

মৌঃ মোহাঃ নূরুয যামান মিঞা

সাং বল্লা ময়মনসিংহ

৩০। হাজী মোহাঃ মফিজউদ্দীন ক্লথমার্চেন্ট সাং ও পোঃ বল্লাবাজার যাকাত ১০৲ ৩১। মুন্শী মোহাঃ আছাদুজ্জামান টেইলার সফ বল্লাবাজার যাকাত ৩৲ ২। মৌঃ মোহাঃ যছিমউদ্দীন মিঞা ক্লাথমার্চেন্ট ঠিকানা ঐ যাকাত ৬৲ ৩৩। মুন্শী মোহাঃ আইনউদ্দীন ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ৩৪। মুন্শী মোহাঃ রহিমউদ্দীন টি, স্টল ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৩৫। আবদুসসবুর মিঞা ক্লাথমার্চেন্ট ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৩৬। মোহাম্মদ আলী মিঞা ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাঃ সওকত আলী মিঞা বল্লাউত্তরপাড়া যাকাত ২৲ ৩৭। মোহাঃ সোলায়মান সরকার ও মোহা কায়েমউদ্দীন সরকার সাং বল্লাবাজার যাকাত ১০৲ ৩৮। মোহাঃ ইসমত পাশা টেইলারিংসপ বল্লা-বাজার এককালীন ২৲ ৩৯। কালাচাঁন মিঞা ক্লথ-মার্চেণ্ট ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৪০। আবুল হোসেন মিঞা ক্লথমার্চেণ্ট ঠিকানা ঐ যাকাত ২০৲ ৪১। আবদুল কাদের মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৪২। মোহাঃ এসহাক উদ্দীন সরকার ক্লথমার্চেণ্ট ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৪৩। মোহাঃ লুৎফর রহমান সাং রামপুর পোঃ বল্লাবাজার যাকাত ২৲ ৪৪। আবদুল হক টেইলার সাং বেহালাবাড়ী পোঃ বল্লাবাজার এককালী ১৲ ৪৫। বেনযীর আলম C/O মোহাঃ আকীলউদ্দীন মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৪৬। আবদুল লতিফ মিঞা পাকুটিয়া পোঃ বল্লাবাজার যাকাত ১৫'৬ ৪৭। লালমুন্ নেছা কেয়াঃ এন জামান ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৪৮। জাহাঙ্গির কেয়াঃ এন জামান ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৪৯। আলমগীর কেয়াঃ এন জামান ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৫০। নজমে আলম সরকার গেঞ্জিমার্চেণ্ট ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৫১। জয়নাল আবেদীন মিঞা বল্লা মধ্যপাড়া যাকাত ২৲ ৫২। নূর আলম সরকার সাজ্জাদিয়া উইভিং ফ্যাকটরী বল্লাবাজার যাকাত ১০৲ ৫৩। মোহাঃ হোছেন আলী সরকার মার্চেণ্ট ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৫৪। মোহাঃ রহিম বখশ মিঞা সাং সিঙ্গাইর পোঃ বল্লাবাজার যাকাত ১৲।

আদায় মারফত মোঃ আবদুল করিম সাহেব

বল্লা পূর্ব পাড়া, ময়মনসিংহ

৫৪। আবদুল করিম সরকার সাং বল্লা পূর্ব পাড়া পোঃ বল্লাবাজার এককালীন—১৫৲ ৫৫। আবদুল মালেক মিঞা সাং বল্লা, বল্লা বাজার এককালীন—১৲ ৫৬। মোঃ আকরম আলী মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত—১৲ ৫৭। মোঃ ভোলা মিস্ত্রি ঠিকানা ঐ যাকাত—৫৲ ৫৮। মুন্‌শী মফিযউদ্দীন ঠিকানা ঐ যাকাত—১৲ ৫৯। মোঃ সাবেদ আলী বেপারী ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৬০। হজরত আলী মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন—১৲ ৬১। মো মওলা বখশ মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন—১৲ ৬২। আবদুল করিম মুন্‌শী ঠিকানা ঐ এককালীন—১৲ ৬৩। মোহাঃ নাজিম উদ্দীন মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন—১৲ ৬৪। মোঃ এবাদুল্লা মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন—১৲ ৬৫। মোঃ মজীবর রহমান মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৬৬। ভাষাণ আলী সরকার সাং সিঙ্গাইর পোঃ বল্লা বাজার এককালীন ১০৲ ৬৭। মোঃ রওশন আলী ঠিকানা ঐ এককালীন—১৲ ৬৮। মোঃ রেজাউল করিম সাং বল্লা পোঃ বল্লা বাজার এককালীন—১৲ ৬৯। মোহাঃ আকরম আলী ঠিকানা ঐ এককালীন—১৲ ৭০। মোহাঃ মানিক উদ্দীন ঠিকানা ঐ এককালীন —১৲ ৭১। মো মিয়া ন ঠিকানা ঐ এককালীন—১৲ ৭২। মোঃ রাজউদ্দীন ঠিকানা ঐ এককালীন—১৲ ৭৩। মোহাঃ নেদার বখশ ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৭৪। আবদুর সামাদ মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন —১৲ ৭৫। আযিযুল হক মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন—১৲ ৭৬। আবদুল ওয়াহেদ মিঞা ঠিকানা ঐ একালীন—১৲ ৭৭। আবদুর রাজ্জাক মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত—১৫৲ ৭৮। আলী হোসেন মিঞা ঠিকানা ঐ একালীন—১৲

আদায় মারফত মৌঃ মোঃ জালাল উদ্দীন সাহেব

ছাত্র মাদ্রাসাতুল হাদীছ ঢাকা

৭৯। মৌঃ মোহাঃ ইউনুষ আলী, চকপাঠাকাটা পোঃ চরগুয়াডাঙ্গা ফিৎরা—৫৲ ৮০। মোহাঃ শফিউদ্দীন সরকার সাং চরগুয়াডাঙ্গা ফিৎরা—৬৲ ৮১। আবদুল কাদের সরকার সাং চর নিয়ামত পোঃ চর গুয়া ডাঙ্গা ফিৎরা—১৲ ৮২। আবদুল আযিয নূরী ঠিকানা ঐ ফিৎরা—২৲ ৮৩। মৌঃ মোঃ ইয়াকুব আলী সাং চর বাসন্তি পোঃ নারায়ণখোলা ফিৎরা—৩৲

www.ahlehadeethbd.org

আদায় মারফত মৌঃ এস, বিলায়েত হোসেন ছাহেব, সেক্রেটারী জামালপুর ইলাকা জমঈতে আহলেহাদীস ময়মনসিংহ

৮৪। আবদুল গফুর টিম্বার মার্চেন্ট সাং ইকবালপুর পোঃ জামালপুর যাকাত ১০৲ ৮৫। মোহাঃ নুরুল হোসেন সরকার ঠিকানা ঐ যাকাত ২০৲ ৮৬। মৌঃ মোহাঃ কছর উদ্দীন ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ৮৭। মৌঃ মোহাঃ আবদুল হালিম সাং ইকবালপুর, জামালপুর যাকাত ৫৲ ৮৮। হাজী জছিম উদ্দীন মুন্শী ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ৮৯। আবদুল গফুর ক্লথ মার্চেন্ট ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৯০। মোঃ সোলায়মান মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৯১। আবদুল জব্বার ও আবদুল ওয়াহেদ ঠিকানা যাকাত ১৲ ৯২। শেখ বিলায়েত হোসেন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৯৩। মোঃ কছিম উদ্দীন সাং শরিফপুর যাকাত ১৫৲ ৯৪। আবুল হোসেন সরকার ঠিকানা ঐ অন্যান্য ১ ৯৫। আবদুস সামাদ ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৯৬। মুন্শী মোহাঃ জাফর আলী ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৯৭। মোহাঃ ইসরাফিল হোসেন ও আঃ গনি ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৯৮। মোহাঃ জোলহাস আলী ও হক সাহেব ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৯৯। মোহাঃ লুৎফর রহমান ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১০০। মোঃ মুযাফফর হোসেন ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১০১। মুন্শী মোহাঃ ময়েজ উদ্দীন ও ডাঃ আবদুল কাদের ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩০৲ ১০২। মোঃ ইব্রাহীম হোছেন ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ১০৩। মোঃ নায়েব আলী সাং সাতপাকিয়া ফিৎরা ১৲ ১০৪। জামালপুর শাখা জমঈয়তে আহলেহাদীস ফিৎরা ৪০৲ ১০৫। হাজী মোঃ আবদুল খালেক ইকবালপুর, জামালপুর ফিৎরা ১৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ আবদুল আলী ছাহেব সাং বল্লা, বল্লাবাজার ময়মনসিংহ

১০৬। মোঃ ভেলু মুনশী সাং সিঙ্গাইল পোঃ বল্লা বাজার যাকাত ১০'২৫ ১০৭। মোহাঃ সোলায়মান ও কাযীমউদ্দীন সরকার বল্লা, বল্লা বাজার যাকাত ২৫৲ ১০৮। মোহাঃ ইসমত পাসা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১০৯। মোঃ জয়নাল আবেদীন মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ১১০। মোঃ সোলায়মান সরদার ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১১১। মোঃ মজিবর রহমান মিঞা খাটরা কাউলজানী যাকাত ৫৲ ১১২। মোঃ শামছুদ্দীন মিঞা ফিৎরা ২৲ ১১৩। বল্লা শাখা জমঈয়তে আহলেহাদীস বল্লা, বল্লা বাজার ফিৎরা ২৭৫৲

যিলা রংপুর

আদায় মার্ফত খন্দকার মওঃ আবদুল্লাহিল কাফী সাহেব মুবাল্লিগ পূর্বপাক জমঈয়ত আহলেহাদীস

১। মৌঃ আবদুল মান্নান মিঞা সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা যাকাত ২৫৲ ফিৎরা ২৫৲ মার্ফত ঐ ছোট মসজিদ কুরবানী ৭৲ ২। মোঃ আবদুর রহমান মিঞা (বাবু) ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৩। হাজী আলী মোহাম্মদ ঠিকানা ঐ যাকাত ১৭'৬ ৪। মোহাঃ উসমানগণী ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ৫। আবদুররউফ ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৬। কফিল উদ্দীন আহমদ ঠিকানা ঐ যাকাত ১.৫০ ৭। মুন্শী মোহাঃ ফয়েজউদ্দীন ঠিকানা ঐ যাকাত ২.৫০ ৮। আবদুল কাফী মিয়া সাং গীরাই পোঃ সেরুডাঙ্গা এককালীন ২৲ ৯। মোহাঃ হবিবর রহমান ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১০। মোহাঃ মুমতাজ আলী ঠিকানা ঐ এককালীন ১.৫০ ১১। মোহা হেসার আলী মুনশী ঠিকানা ঐ এককালীন ৪৲ ১২। আবদুলগণী মিয়া ঠিকানা ঐ যাকাত ২.৫০ ১৩। মুনশী মোহাঃ হাছান আলী ঠিকানা ঐ এককালীন ৪ ১৪। আবদুল বারী মিয়া ঠিকানা ঐ এককালীন ৩৲ ১৫। মোহাঃ মহির উদ্দীন মণ্ডল ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১৬। মওলানা মোহাঃ তৈয়ব উদ্দীন সাং চিলমন পোঃ মহিমাগঞ্জ এককালীন ১৲ ১৭। হাজী মোহাঃ আছির উদ্দীন, সাং নিউসালবোন পাড়া পোঃ রংপুর এককালীন ৫৲ ১৮। কবিরাজ মোহাঃ রেজাত উল্লাহ প্রামানিক সাং মৌভাষা ঔষধালয় পোঃ রংপুর এককালীন ৫৲ ১৯।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবদুল বারী, তালতলা রোড পোঃ রংপুর এককালীন ১০৲ ২০। হাফেয আবদুল আলী, আবদুল মাজেদ নওয়াবগঞ্জ বাজার সলিম লিল্ডিং এককালীন ২৫৲ ২১। মোহাঃ আকছার উদ্দীন জয় প্রেস রংপুর এককালীন ১০৲ ২২। আযিযুল ইসলাম, নিউ-সালবোন পাড়া পোঃ রংপুর এককালীন ২৲ ২৩। মোহাঃ আসমত আলী বেপারী সাং চকচকিয়া পোঃ রংপুর ফিৎরা ২৲ ২৪। বাঁশহাটী মসজিদ রংপুর ফিৎরা ১৲ ২৫। মোহাঃ বাচ্চা মিয়া সাং পুস্তাইর পোঃ মহিমাগঞ্জ এককালীন ১৲ ২৬। শক্তিপুর জমাত হইতে মোহাঃ জহিরউদ্দীন ও মোঃ মোহাঃ হাসন আলী পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ৪০৲ ২৭। মোঃ মোহাঃ শেহাবউদ্দীন সাং শীবপুর পোঃ কোচাশহর যাকাত ৫৲ ২৮। মুনশী মোহাঃ হবিবর রহমান সাং শক্তিপুর পোঃ কোচাশহর এককালীন ১৲ ২৯। হাজী মোহাঃ কেরামত আলী পোঃ সাং মহিমাগঞ্জ যাকাত ৩৲ ৩০। হাজী মোহাঃ গেন্দলা মণ্ডল সাং গোপালপুর পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ৫০৲ ৩১। মোহাঃ ইসহাক মণ্ডল সাং গোপালপুর পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ১০৲ ৩২। দেল মোহাম্মদ শাহ ফকীর সাং কুমিরা ডাঙ্গা পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১৫৲ ৩৩। মোহাঃ আযিযুর রহমান খন্দকার সাং জীবনপুর পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ৫৲ ৩৪। মোঃ আবদুল জব্বার খড়িয়াবাদা মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৩০৲ ৩৫। মোহাঃ ইমান উদ্দীন মণ্ডল সাং সিংজানী মসজিদ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৩৬৲ ৩৬। মুন্‌শী আবদুল জব্বার সাং পস্তামার পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৮.৫০ ৩৭। মোঃ মকবুল হোসেন আখন্দ সাং পদম শহর ফিৎরা ১০৲ ৩৮। মোঃ আবদুসসাত্তার মোভাষা জামে মসজিদ সাং মোভাষা পোঃ হারাগাছ ফিৎরা ১০৲ ৩৯। মোঃ নজম উদ্দীন প্রধান সাং বড়মির্জাপুর পোঃ শঠিবাড়ী ফিৎরা ১০৲ ৪০। মোঃ মোহাঃ মুবারক আলী শাহজাদপুর জামাত পোঃ বাগদুয়ার ফিৎরা ৪.৫০ ৪১। মওলানা আবদুল্লাহেল মামান সাং ভীমশহর পোঃ ভেণ্ডাবাড়ী এককালীন ১৲ ৪২। আবদুসসবহান আখন্দ ও আবদুল হামিদ বেপারী সাং পাঠানপাড়া পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৪৩। হাজী মোঃ জহির উদ্দীন সাং মতরপাড়া পোঃ শাঘাটা যাকাত ৫৲ ৪৪। মুন্‌শী মোঃ আছর উল্লাহ ও মোঃ আযিযুররহমান বি, এ, বি,টি, সাং চন্দনপাট পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৪৫। মোঃ আবদুল মালেক সাং বামন হাজারা পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১৫৲ ৪৬। আবদুল আহাদ মন্থন হাউস নওয়াবগঞ্জ যাকাত ৫০৲ ৪৭। মোঃ আবদুল কাদের সরকার মহিমাগঞ্জ যাকাত ১০০ ৪৮। মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মণ্ডল সাং বাজিতপুর পোঃ কোচাশহর যাকাত ২৪.৭৫ ৪৯ গাইবান্ধা আহলেহাদীছ জামাতের পক্ষ হইতে মারফত মৌঃ রইছ উদ্দীন আহমদ কিতাব মহল ফিৎরা ৬০৲ ৫০। কাযী মোঃ নাছির উদ্দীন মণ্ডল সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ১৪.৭৬ ৫১। মোঃ আছমত আলী মিঞা সাং রামধন পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ৫০৲ ৫২। রইছুদ্দীন আহমদ গাইবান্ধা আহলেহাদীছ জামাত হইতে কুরবানী ১৮৲ ৫৩। হাজী আলী মোহাম্মদ মিঞা সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ৫৫.৫৩ ৫৪। মোঃ গোলাম ওয়াহিদ মণ্ডল সাং বাজিতপুর পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ৬৮.৫০ ৫৫। মওঃ আফাজউদ্দীন আহমদ শাখা জমঈয়ত আহলে-হাদীছ গবিন্দগঞ্জ ফিৎরা ১৮.৭২ ৫৬; আবদুর রহমান সরকার সাং দুরাকুরী পো কিশরগঞ্জ ফিৎরা ২৲ ৫৭। মোঃ মেহের উদ্দীন মুন্‌শী বাগদা মুহাজের কলনী পোঃ সাহেবগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৫৮। মোঃ করিম বখশ প্রধান চন্দনপাঠ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১৮৲ ৫৯। হাজী মোঃ অছিমুদ্দীন সাং ছয়ঘরিয়া পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ১০৲ ৬০। মোঃ আজগর আলী মণ্ডল সাং জালাইডাঙ্গা পোঃ গোপালপুর ফিৎরা ৭৲ ৬১। এ, রহমান সরকার তালুক ঘোড়া বান্ধা জামে মসজিদের তরফ হইতে পোঃ তুলসীঘাট ফিৎরা ৮৲ ৬২। মোঃ আফছার উদ্দিন মিঞা সাং পদুমশহর পোঃ বাদিয়া খালী ফিৎরা ৯০৲ ৬৩।

www.ahlehadeethbd.org